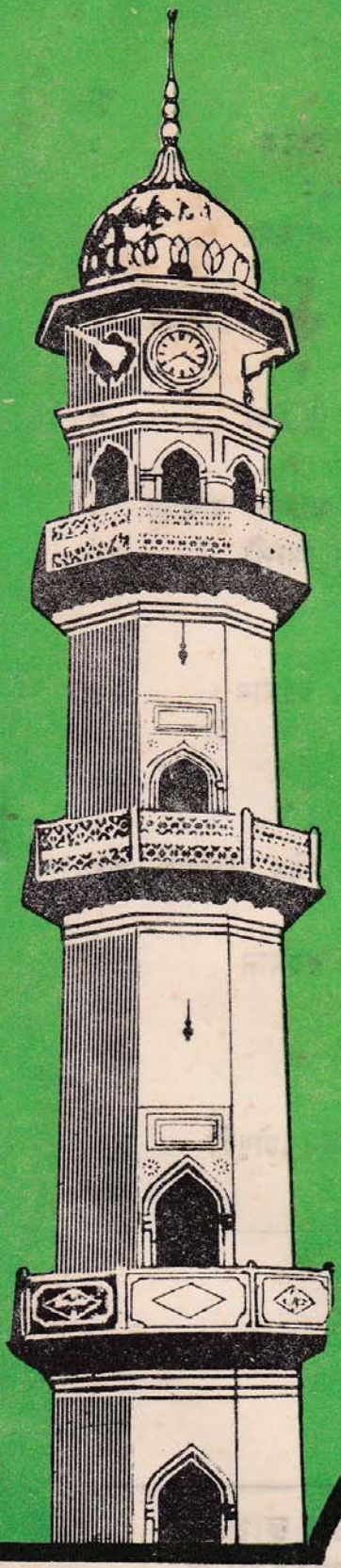

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ৪র্থ সংখ্যা

২৬শে রবিউসসানি, ১৪১৮ হিঃ ॥ ১৬ই ভাদ্র, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ : হুজ্জ	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	২
অমৃত বাণী :	:	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৪
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৬
৩২তম ইউ-কে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা	:	সংগ্রহ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৩
চলতি দুনিয়ার হালচাল প্রতারকরা কি-না করতে পারে তবে	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২০
ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)	:	অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২২
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		২৬
এম, টি, এ, ডাইজেস্ট	:	সংকলন : আব্দুল্লাহ শামস্ বিন তারিক	৩৪
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪০
সংবাদ	:		৪৩
আস্হাবে কাহাফের পাতা	:	আররকীম	৪৪
হোমিওপ্যাথি : সদৃশ বিধান চিকিৎসা মূল-হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)	:	অনুবাদ : আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৪৭
সম্পাদকীয়	:		৫১

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

* আপনার বর্তমান বছরের চাঁদা ১লা জুলাই থেকে পাওনা হয়েছে।
** অনুগ্রহ করে হিসাব দেখে চাঁদা দিয়ে পাক্ষিক আহমদীর সাথে সহযোগিতা করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৭ : ৩১শে যহুর, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১৬ই ভাদ্র, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আন্‌ নিসা—৪

১০৪। অতঃপর, যখন তোমরা নামায শেষ কর তখন দাঁড়াইয়া এবং বসিয়া এবং নিজেদের পার্শ্বে শুইয়া (৬৬২) তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, এবং যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন (স্বাভাবিক শর্তানুযায়ী) তোমরা নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নির্ধারিত সময়ে নামায কায়েম করা মো'মেনদের উপর ফরয।

১০৫। আর (শত্রু) জাতির অনুসন্ধানে তোমরা শৈথিল্য প্রদর্শন করিও না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহা হইলে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় তাহাদেরও সেরূপ কষ্ট হয়। এবং তোমরা তো আল্লাহ্‌ হইতে উহার আশা রাখ যাহার আশা তাহারা রাখে না; এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। ১৫ রুকূ

১০৬। আমরা নিশ্চয় সত্য সহ এই পূর্ণ কিতাব তোমার প্রতি এই জন্য নাযেল করিয়াছি যেন আল্লাহ্‌ তোমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তদ্বারা তুমি লোকদের মধ্যে বিচার কর। এবং তুমি বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হইও না। (৬৬৩)

৬৬২। যেহেতু যুদ্ধের সময়ে, নির্দিষ্ট নামায তাড়াতাড়ি পড়া হয় কিংবা রাকায়াত কমাইয়া পড়া হয়, সেই হেতু মুসলমানগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, কমতি পূরণের জন্য তাহাদের উচিত, নামায শেষ করিয়া তাহারা যেন আল্লাহ্‌কে বেশী বেশী স্মরণ করিতে থাকে এবং অনানুষ্ঠানিকভাবে দোয়ায় রত থাকে। ইহাতে আনুষ্ঠানিক নামায তাড়াতাড়ি পড়ার কিংবা অল্প সংখ্যক রাকায়াত সম্বলিত নামায পড়া-জনিত ক্ষতি পূরণ হইয়া যাইবে। এই আয়াতের শিক্ষা ইহাই।

৬৬৩। এই আহ্বান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

হজ্জ

কুরআন ঃ

إن اول بيت وضع للناس للذى ببكة مبركا و هدى للعالمين ٥ فيه ايت بينت مقام ابرهيم و من دخله كان امنا و لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غنى عن العلمين ٥ (ال عمران ع ١٠)

অর্থাৎ নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল তা হল বাক্কা (মক্কা)-তে। উহা সমগ্র জগতের জন্য বরকতপূর্ণ ও হেদায়াতের কারণ। ইহাতে অনেকগুলি সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে-মাকামে ইব্রাহীম এবং যে ইহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ এবং আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ্জ করা সেই সকল লোকের উপর ফরয যারা উহা পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে। কিন্তু যে ইহাকে অস্বীকার করে সে জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহ্‌ জগতসমূহের আদৌ মুখাপেক্ষী নয়। (আলে ইমরান, রুকূ-১০)

হাদীস ঃ

عن ابى هريرة قال سمعت النبى صلى الله عليه و سلم يقول من حج لله فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته امه (بخارى)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যে হজ্জ করে এবং হজ্জের সময় অশ্লীলতা থেকে ও গুনাহ হতে বিরত থাকে সে এমন যেন তাকে তার মা সদ্য জন্ম দিয়েছে (নিষ্পাপ)। (বোখারী)

ব্যাখ্যা ঃ-

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর দ্বারা মানবজাতির জন্য শেষ শরীয়তকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইসলাম এমন ধর্ম যা দু'টি হককে প্রতিষ্ঠিত করে এ দুনিয়াতে শান্তির নীড় কায়েমের দ্বার খুলে দিয়েছে। এক হল হুকুকুল ইবাদ ও অন্যটি হলো হুকুকুল্লাহ্‌। অর্থাৎ বান্দার হক ও আল্লাহ্‌র হক। বান্দার হকের সাথে জড়িত রয়েছে সামাজিকভাবে বাস করতে হলে যে উত্তম আচার-আচরণ এবং হুকুকুল্লাহ্‌র সাথে জড়িত ইবাদত। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, "ইবাদতের দু'টি অংশ প্রথমতঃ মানুষ আল্লাহ্‌কে সেভাবে ভয় করে যেভাবে তাঁকে ভয় করা প্রয়োজন। ইবাদতের দ্বিতীয় অংশ হলো মানুষ

যেন খোদাকে সেভাবে ভালবাসে যেভাবে তাঁকে ভালোবাসা প্রয়োজন। (ইবাদতের) এ দু'টি হক রয়েছে যা আল্লাহ্‌তা'লা মানুষের কাছ থেকে চান। ইসলাম এ দু'টি হককে পূর্ণ করার জন্যে প্রথমতঃ নামাযকে রেখেছে যার মধ্যে খোদাকে ভয় করার বিষয়টি নিহিত রয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ ভালবাসা প্রকাশের জন্য হজ্জকে রেখেছে। হজ্জের মধ্যে ভালোবাসার পূর্ণাঙ্গীণ রূপ রয়েছে। অনেক সময় প্রচণ্ড ভালোবাসার সময়ে কাপড়েরও প্রয়োজন (সুন্দর লেবাস) পড়ে না। প্রেমও এক ধরনের উন্মাদনা। প্রেমে বিভোর ব্যক্তির জন্য কাপড় সুন্দরভাবে রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং এ উদাহরণ উত্তমরূপে হজ্জের মধ্যে বিদ্যমান। মাথা নেড়া করা হয়। ভালোবাসার প্রকাশের জন্য চুমুও রয়েছে। খোদার শরীয়ত ছবির ভাষায় চলে এসেছে। আর (পশু) কুরবানীর মাধ্যমেও ভালোবাসার চরম নিদর্শন দেখানো হয়েছে।" (মলফুযাত তৃতীয় খণ্ড, ২৯৯ পৃঃ)

হজ্জ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ। যে হজ্জের পূর্ণ শর্তসমূহ পালন করে হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সে যেন নিষ্পাপ শিশুর ন্যায়।

হজ্জের বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। বরং এই কথা বলতে চাই যে, হজ্জে মাবরূর অর্থ গ্রহণীয় বা নেকীতে পূর্ণ হজ্জ পালন করতে হলে আমাদের জীবনের শুরু হতেই সেই সকল বিষয়গুলি বাস্তবায়িত করতে হবে যা আমাদের নৈতিকতাকে ও চরিত্রকে সুন্দর করে। মক্কার যে হজ্জ রয়েছে তাহলো খোদাতা'লার প্রতি ভালোবাসার চরম বিকাশ। খোদার প্রতি এ ভালোবাসা যারা হজ্জের সামর্থ্য রাখে তাদের মাঝে শুরু হতে বিদ্যমান থাকতে হবে। আল্লাহ্‌তা'লা যেন তাঁর ভালোবাসা আমাদিগকে দান করেন —"অল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা হুব্বাকা ওয়া হুব্বা মাইঁইউহিব্বুকা ওয়া আমাল্লাযী ইউবাল্লেগুনি ইলা হুব্বেকা" অর্থাৎ হে খোদা! আমি তোমার ভালোবাসা চাই এবং ঐ ব্যক্তির ভালোবাসা চাই যে তোমাকে ভালোবাসে এবং হে খোদা! ঐ আমল করার তৌফিক চাই যা তোমার ভালোবাসাকে পাইয়ে দেয়", আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা)

অর্থ: হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদ : আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরবী

গালি দেয়া, কটু বাক্য উচ্চারণ করা ভদ্রতার নিয়ম নয়।
ব্যথিত মনে জাতিকে একটি আমন্ত্রণ

হে আমার জাতি! খোদা তোমার উপর রহম করুন; খোদা তোমার চক্ষু উন্মোচন করুন যে, আমি কোন মিথ্যারচনাকারী নই। খোদার সকল পবিত্র গ্রন্থ ইহাই সাক্ষ্য দেয় যে, মিথ্যারচনাকারী শীঘ্র ধ্বংস হয়, তাকে সেই বয়স আদৌ প্রদান করা হয় না যা সত্যবাদীকে প্রদান করা হয়। সকল সত্যবাদীর সম্রাট হলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম। তাঁকে ওহী পাওয়ার জন্য ২৩ বৎসর বয়স প্রদান করা হয়েছিল। এই আয়ুষ্কাল কেয়ামত অবধি সত্যবাদীগণের জন্য অকাট্য মাপকাঠি। খোদার ও ফেরেশ্‌তা-গণের এবং খোদার সকল পবিত্র বান্দাগণের শত সহস্র অভিশাপ ঐ ব্যক্তির উপর যে এই অকাট্য পবিত্র মাপকাঠিতে অন্য কোন অপবিত্র মিথ্যারচনাকারী ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদি কুরআন শরীফে لو تقول নাযেল না-ও করা হতো এবং যদি খোদার সকল পবিত্র নবীও না বলে থাকতেন যে, সত্যবাদীগণের ওহী পাওয়ার আয়ুষ্কাল কোন মিথ্যাবাদীকে প্রদান করা হয় না, তথাপি একজন সত্যিকার মুসলমানের সেই ভালোবাসা যা তার প্রিয় সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রতি হওয়া উচিত, কখনো তাকে এই অনুমতি দিতো না যে, সে এইরূপ নির্লজ্জতা ও বেআদবীর বাক্য মুখে উচ্চারণ করুক, যে নবুওয়তের ওহীর এই মাপকাঠি অর্থাৎ ২৩ বৎসর বয়স যা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হয়েছে ইহা একজন মিথ্যাবাদীকেও প্রদান করা যেতে পারে। সুতরাং যে স্থলে কুরআন শরীফ পরিষ্কার শব্দে ব্যক্ত করে দিয়েছে যে, যদি এই নবী মিথ্যাবাদী হতেন তাহলে কখনো তাকে ওহী পাওয়ার আয়ুষ্কালের মাপকাঠি প্রদান করা হতো না। তওরাতও এই সাক্ষ্যই প্রদান করেছে এবং ইঞ্জিলও এই সাক্ষ্যই প্রদান করেছে, তাহলে এটা কেমন ইসলাম আর কেমনই বা মুসলমানী যে, এই সব সাক্ষ্যকে কেবল আমার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষের কারণে একটি বাজে বস্তু বলে দূরে নিক্ষেপ করে ফেলে দেয়া হয়েছে এবং খোদার পবিত্র কালামের প্রতি একটুও সম্মান প্রদর্শন করা হলো না। আমি বুঝতে পারি না, ইহা কেমন ঈমানদারী যে, কোন প্রমাণ দ্বারাই যা উপস্থাপন করা হয়, তারা ফায়দা উঠায় না এবং বার বারই ঐ সব আপত্তি পেশ করা হয় যেগুলির শতবার উত্তর প্রদান করা হয়েছে যা শুধু আমার উপরই নহে পরন্তু আপত্তি যদি এই সব কথাকেই বলা হয় যা আমার প্রতি

দোষারোপস্বরূপ তাদের মুখ হতে বের হচ্ছে তাহলে এগুলিতে সকল নবীরাই শামিল আছেন। যা কিছু আমার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে, পূর্বে এই সব কিছুই বলা হয়েছে। হায় আফসোস! এই জাতি একটু চিন্তা করে না যে, যদি এই ব্যবস্থা খোদার তরফ থেকে না হতো তাহলে ঠিক শতাব্দীর মাথাতে ইহার বুনিয়াদ কেন রাখা হলো? তাছাড়া কেহ তোমাদের বলতে পারলো না যে, তুমি মিথ্যাবাদী, এবং সত্যবাদী অমুক ব্যক্তি। হায় পরিতাপ! এই সব লোক বুঝে না যে, যদি প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদীই উপস্থিত না থাকতেন তাহলে আকাশেতে কেন চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হলো?। অনুতাপের বিষয় যে, তারা এতটুকুও চিন্তা করে না যে. এই দাবী তো অসময়ে করা হয় নাই। ইসলাম আকাশ পানে দুই হাত তুলে ফরিয়াদ করছিল যে, আমি নির্যাতিত! আকাশ থেকে আমার সাহায্য করার এখনই সময়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই অন্তর বলে উঠেছিল যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে অবশ্যই খোদার সাহায্য ও রহমত নাযেল হবে। বহু লোক কবরে যেয়ে শুয়ে পড়েছে যারা কাঁদতে কাঁদতে এই শতাব্দীর অপেক্ষা করছিলো। এখন যখন এক ব্যক্তি খোদার তরফ থেকে প্রেরিত হলো তখন কেবল এই বলে যে, সে বর্তমান যুগের মৌলবীদের সকল কথা মেনে নিতে পারেনি, তারা তার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু খোদার প্রত্যেক মনোনীত বান্দা যখন প্রেরিত হয় তখন অবশ্যই সে সাথে এক পরীক্ষা বহন করে আনে। হযরত ঈসা যখন আসলেন তখন দুর্ভাগা ইহুদী এই পরীক্ষার সম্মুখীন হলো যে, এলিয় দ্বিতীয় বার আকাশ থেকে নাযেল হয়নি অথচ প্রথমে আকাশ থেকে এলিয়র নাযেল হওয়া জরুরী ছিল। তিনি অবশ্য প্রথমে আকাশ থেকে নাযেল হবেন তারপরে মসীহ আসবেন। যেমন, মালাকী নবীর গ্রন্থে লেখা আছে। যখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম আবির্ভূত হলেন তখন আহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) এই পরীক্ষার সম্মুখীন হলো যে, এই নবী তো বনী ইসরাঈল থেকে আসে নি। এইভাবে মসীহ মাওউদের আবির্ভাবের সময়েও এমন এক পরীক্ষা সংঘটিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। যদি মসীহে মাওউদ মুসলমানদের ৭৩টি সম্প্রদায়ের (ফিরকার) সকল কথা মেনে নিতেন তাহলে কোন্ অর্থে তার নাম হাকাম حكم নামকরণ করা হতো? তিনি কি কথা মানার জন্য আসবেন, না মানাবার জন্য আসবেন? এই হিসাবে তার আসার উদ্দেশ্যই নিষ্ফল হবে। সুতরাং হে আমার জাতি! তোমরা জিদের বশবর্তী হইও না। শত সহস্র কথা বার্তা থাকে যা সময়ের পূর্বে বুঝা যায় না। এলিয় নবীর দ্বিতীয় আগমনের প্রকৃত তথ্য হযরত মসীহর আগমনের পূর্বে কোন নবীই বুঝতে পারেন নি যাতে করে ইহুদীগণ মসীহকে মানার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো। এইরূপে ইসরাঈলী বংশের মধ্য থেকে খাতামুল আম্বিয়ার আগমনের যে ধারণা ইহুদীদের অন্তরে বদ্ধমূল ছিল এই ধারণাকেও পূর্ববর্তী নবীগণের মধ্য হতে কোন নবীই পরিষ্কারভাবে দূরীভূত করতে পারেন নি। এইভাবে মসীহে মাওউদের বিষয়টিও প্রচ্ছন্নভাবে আজ অবধি চলে এসেছে যেন সুন্নাতুল্লাহ অনুযায়ী ইহাতে পরীক্ষার অবকাশ থাকে। খুব ভাল হতো যদি আমার বিরুদ্ধবাদীগণ, যারা আমাকে মানার তৌফীক পাননি, আমার সম্বন্ধে কিছুকাল জিহ্বা বন্ধ রেখে এবং নীরবতা অবলম্বন করে আমার পরিণাম দেখার জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। এখন পর্যন্ত জনগণও আমাকে যত গালাগালি করেছে এসবের গোনাহ্ মৌলবীগণের ঘাড়ে চাপবে। (চলবে)

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভুঁইয়া

(৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

(৫) পঞ্চম নিদর্শন, যাহা এই সময়ে প্রকাশিত হয়, তাহা একটি দোয়া কবুল হওয়া সম্পর্কিত। ইহা প্রকৃতপক্ষে মৃতের জীবন দান-এর অন্তর্ভুক্ত। এই সংক্ষিপ্ত কথাটির বিস্তারিত বিবরণ এই যে, দক্ষিণ ভারতীয় হায়দ্রাবাদের আবদুর রহমানের আবদুল করীম নামক পুত্র আমার মাদ্রাসার একজন ছাত্র। আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধানে এই বালককে পাগলা কুকুর কামড়াইল। চিকিৎসার জন্য আমি তাহাকে কৌসুলী পাঠাইলাম। কৌসুলীতে কিছু দিন চিকিৎসা চলিল। অতঃপর সে কাদিয়ানে ফিরিয়া আসিল। কয়েক দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাহার মধ্যে পাগলামীর ঐ লক্ষণ দেখা দিল যাহা পাগলা কুকুর কামড়ানোর পর দেখা দিয়া থাকে। সে পানি দেখিয়া ভয় পাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হইয়া গেল। তখন এই নিরীহ প্রবাসীর জন্য আমার হৃদয় ভয়ানক অস্থির হইল এবং দোয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগের সৃষ্টি হইয়া গেল। সকলেই বুঝিয়া লইল এই বেচারা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যাইবে। অসহায় এই বালককে বোর্ডিং হইতে বাহির করিয়া অন্যদের নিকট হইতে পৃথক একটি ঘরে সযত্নে রাখা হইল। কৌসুলীর ইংরেজ ডাক্তারদের নিকট টেলিগ্রাম যোগে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এই অবস্থায়ও তাহার কি কোন চিকিৎসা আছে? তাহাদের নিকট হইতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে উত্তর আসিল যে, এখন তাহার কোন চিকিৎসা নাই। কিন্তু গরীব প্রবাসী বালকের জন্য আমার হৃদয়ে অত্যন্ত মনোযোগের সৃষ্টি হইয়া গেল এবং আমার বন্ধুরাও আমাকে তাহার জন্য দোয়া করিতে খুবই তাকিদ দিল। কেননা, এই দারিদ্রের অবস্থায় ঐ বালক দয়ার যোগ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত আমার হৃদয়ে এই ভীতি দেখা দিল যে, যদি সে মরিয়া যায় তবে তাহার মৃত্যু বিকৃতভাবে শত্রুর নিন্দার কারণ হইবে। তখন আমার হৃদয় তাহার জন্য তীব্র ব্যথা ও অস্থিরতায় মগ্ন হইল এবং অসাধারণ মনোযোগের সৃষ্টি হইল, যাহা নিজের ইচ্ছায় সৃষ্টি হয় না, বরং খোদাতা'লার তরফ হইতে সৃষ্টি হয়। যদি এইরূপ মনোযোগ সৃষ্টি হইয়া যায় তবে উহা খোদাতা'লার সম্মতিক্রমে ঐ প্রভাব দেখায় যে, প্রায়শঃ মৃত জীবিত হইয়া যায়। মোট কথা তাহার জন্য আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকার অবস্থা আসিয়া গেল। ঐ মনো-

যোগ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া গেল এবং ব্যথার প্রবলতা আমার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল তখন এই মনোযোগের চিহ্নাবলী এই রুগীর মধ্যে প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিল, যে প্রকৃতপক্ষে মৃত ছিল। সে পানিকে ভয় পাইত এবং আলো দেখিলে পলায়ন করিত। হঠাৎ তাহার প্রকৃতি স্বাস্থ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। সে বলিল, এখন আমি পানিকে ভয় করি না। তখন তাহাকে পানি দেওয়া হইল। সে কোন ভয় ছাড়াই পানি পান করিল। বরং সে পানি দ্বারা ওযূ করিয়া নামাযও পড়িয়া লইল এবং সারা রাত্রি ঘুমাইয়া থাকিল। তাহার ভীতিপ্রদ ও হিংস্র অবস্থা চলিয়া যাইতে লাগিল। এমনকি কয়েক দিনের মধ্যে সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ আমার হৃদয়ে এই কথার উদ্রেক করানো হইল যে, তাহার মধ্যে যে পাগলামীর অবস্থা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল উহা তাহাকে মারিয়া ফেলার জন্য হয় নাই, বরং ইহা এই জন্য হইয়াছিল যাহাতে খোদাতা'লার নিদর্শন প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা বলে, পৃথিবীতে কখনো এইরূপ দেখা যায় নাই যে, যখন কাউকে পাগলা কুকুর কামড়ায় এবং তাহার মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ দেখা দেয়—এইরূপ অবস্থায় সে বাঁচিয়া যায়। এই ব্যাপারে ইহার চাইতে অধিক কি প্রমাণ হইতে পারে যে, কৌসুলীতে সরকারের পক্ষ হইতে যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জলাতঙ্কের চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত আছেন তিনি আমাদের টেলিগ্রামের উত্তরে সাফ লিখিয়া দিয়াছেন যে, এখন কোন চিকিৎসা হইতে পারে না।

এখানে এই কথা লেখা বাকী রহিয়াছে যে, যখন আমি এই বালকের জন্য দোয়া করিলাম তখন খোদা আমার হৃদয়ে 'ইলকা' (ভাবের উদ্রেক) করিলেন যে, অমুক ঔষধ দিতে হইবে। বস্তুতঃ রোগীকে আমি কয়েকবার ঐ ঔষধ দিলাম। অবশেষে রোগী ভাল হইয়া গেল, অথবা এইরূপ বল যে, মৃত জীবিত হইয়া গেল। কৌসুলীর ডাক্তারদের পক্ষ হইতে আমাদের টেলিগ্রামের যে উত্তর আসিয়াছিল আমি নিম্নে ঐ ইংরেজী ভাষার উত্তর অনুবাদসহ লিখিয়া দিতেছি। উত্তরটি এই যে :—

To Station Batala To Person Sherali Kadian	Sorry nothing can be done for Abdul Karim	From Station Kasuli From Person Pasteur
বাংলা অনুবাদ— কৌসুলী ষ্টেশন হইতে পেষ্টুয়ারের নিকট হইতে		বাটলা ষ্টেশনের প্রতি শের আলীর প্রতি কাদিয়ান

দুঃখিত, আবদুল করীমের জন্য কিছুই করা যায় না। জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা কেন্দ্র হইতে একজন মুসলমান অবাক হইয়া কৌসুলী হইতে পোষ্ট কার্ডে একটি চিঠি পাঠাইল। এই চিঠিতে সে লিখিল, "খুবই আফসোস হইয়াছিল যে, আবদুল করীমকে পাগলা কুকুর কামড়াইয়াছিল এবং উহার ক্রিয়ায় সে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই কথা শুনিয়া খুব খুশী হইলাম যে, দোয়ার মাধ্যমে সে সুস্থ হইয়া গেল। জীবন্ত হওয়ার এইরূপ ঘটনা কখনো শুনি নাই খোদার ফযল ও বুযুর্গগণের দোয়ার ফল। আল্‌হামদুলিল্লাহ। লেখক, বিনীত আবদুল্লাহ, কৌসুলী হইতে।"

(৫) পঞ্চম নিদর্শন এক ব্যক্তির মোবাহালা সম্পর্কিত। অর্থাৎ সে তাহার নিজের পক্ষ হইতে আমার সম্পর্কে খোদাতা'লার নিকট ফয়সালা চাহিল এবং আমার প্রতি অনেক খারাপ কাজ ও খারাপ কথা আরোপ করিয়া খোদাতা'লার নিকট বিচারের আবেদন করিল। তখন সে এই আবেদনের কয়েক দিন পরেই প্লেগে এই পৃথিবী হইতে তিরোধান করিল।

ইহার বিস্তারিত বিবরণ এই যে, গুরুদাসপুর জেলার তালেবপুর পণ্ডুরীতে আবদুল কাদের নামক এক ব্যক্তি বাস করিত। সে চিকিৎসক নামে খ্যাত ছিল। আমার প্রতি তাহার ছিল ভয়ানক শত্রুতা ও বিদ্বেষ। সে সর্বদা আমাকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করিত। যখন তাহার অশ্লীল ভাষা চরম পর্যায়ে গিয়া পৌঁছিল তখন সে মোবাহালাস্বরূপ একটি কবিতা লিখিল। এই কবিতার ঐ অংশ আমি এখানে ছাড়িয়া দিতেছি। সেখানে সে আমার প্রতি কঠোর হইতে কঠোরতর মন্দকথা আরোপ করিয়াছে। সে সাদ্‌উল্লাহ লুধিয়ানভীর ন্যায় আমার চাল-চলন সম্পর্কেও অপবাদ লাগাইয়াছে এবং অত্যন্ত অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করিয়াছে। এই সকল কবিতা ছাড়া তাহার অন্যান্য কয়েকটি কবিতা আমি এস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু এই গ্রন্থকে তাহার অত্যন্ত অশ্লীল কবিতাসমূহ হইতে পবিত্র রাখিতেছি। তাহার লেখার শিরোভাগে সে আমার দুইটি কবিতাও লিখিয়াছে। ভুল ভ্রান্তিতে ভরা তাহার গদ্যে ও পদ্যে লেখাসমূহ নিম্নরূপ :—

মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানীর লেখা হইতে কুরআন শরীফের ষষ্ঠ পারায়

ইব্‌নে মরিয়ম মর চুকা হক কী কসম	দাখেলে জান্নাত হুয়া হায় মোহতরম *
ইব্‌নে মরিয়ম কে যেকের কো ছোড়ো	ইস সে বেহেতর গোলামে আহমদ * হায়

* টীকা:—যেহেতু এই ব্যক্তি অজ্ঞ, তাই সে আমার কবিতা লিখিতেও ভুল করিয়াছে। যে পংক্তির উপর আমি চিহ্ন দিয়াছি, যাহা আমার কবিতার পংক্তি, উহাতে সে ভুল করিয়াছে। কেননা, সে লেখে "দাখেলে জান্নাত হুয়া হায় মোহতরম।" অথচ পংক্তিটি এইরূপ :—"দাখেলে জান্নাত হুয়া ওহ্ মোহতরম"।

* টীকা :—অধিকাংশ নির্বোধ এই পংক্তি পড়িয়া প্রবৃত্তির উত্তেজনা প্রকাশ করিয়া

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ما قتلوه و ما صلبوه আয়াতে ইহার উত্তর গভীরভাবে দেখ, যাহা মির্যা সাহেব ভালভাবেই জানেন। কিন্তু প্রবৃত্তির লোভ-লালসায় তিনি ইহার উপর আমল করেন না।

[উপরের কবিতার বঙ্গানুবাদ—সত্যের কসম ইবনে মরিয়ম মরিয়া গিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি (অর্থাৎ ইব্‌নে মরিয়ম) জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ইব্‌নে মরিয়মের আলোচনা বাদ দাও। গোলাম আহমদ তাঁহার চাইতে উত্তম—অনুবাদক]

ইব্‌নে মরিয়ম জিন্দা হায় হক্ কি কসম — সুরত মুলকী বা ফলক মোহতারম
যেকের ও ফখর উন্‌কা হায় কুরআন সে সব্‌ত — ঝুট কহেতে হায় গোলাম আহমদী
লোগো সাবেত কর লো তুম কুরআন সে — দীন কিঁউ খোতে হো তুম বুহ্‌তান সে
ঝুটা কা বাজার থোড়ে রোজ হায় — বাদ এসকে হাসরত দিলসুয হায়
আব ভি মির্যাইউ জারা হক্ সে ডরো — জীন্দেগী সে জলদ্‌তর তওবা করো
দীনে মোহাম্মদ কী করো তুম পায়রুবী — হাথ্ আবে দো জাহ্‌ঁমে খসরুবী
জব খোদা কা কহর হো তোম পর নযল — ফের না মির্যা মাহদী হোগা না রসূল
ভুল যায়েঙ্গে ইয়ে সব কালা ও কওল — হায় দালায়েল সব শরীয়ত সে ফযূল
সেরেফ উস্‌কী আকল কা তু মার হায় — আয়েশ ও আশরত কে লিয়ে ইয়ে কার হায়
জু তরিকা উসনে হায় জারী কিয়া — কেস্ পয়াম্বর ইয়া ওলীনে ইয়ে কাহা
আওরতে বেগানাকো হাম্‌রাহ্ লিয়া — বাগ্‌মে লেজাকে উস্‌নে ইয়ে কাহা
ছোড় দো মুহ্‌খোলে আপনে তুম নেসা — হাথ মে লে হাথ করতে চেহিচাহা
আওর করতে কাম হায় ওহ নারওয়া — ফের্ ইয়ে লোগোনে ইসে মাহদী কাহা
ইয়া ইলাহী জলদ্‌তর ইনসাফ কর — ঝুট কা দুনিয়া সে মুতল' সাফ্ কর

লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন

(টীকার অবশিষ্টাংশ)

থাকে, যেমনটি এই মোবাহালাকারী করিয়াছে। কিন্তু এই পংক্তির অর্থ কেবল এতখানি যে, উম্মতে মোহাম্মদীয়ার মসীহ্ উম্মতে মুসাবীয়ার চাইতে শ্রেয়ঃ। কেননা, আমাদের নবী মূসার চাইতে শ্রেয়ঃ। বিষয়টি এই যে, খোদার প্রজ্ঞা ও রহস্য তাকিদ দিয়াছিল যে, যেভাবে মুসায়ী খলীফাগণের মধ্যে হযরত ঈসা আলাইহেস সালাম খাতামাল খোলাফা, তেমনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহেস সালামের খলীফাগণের মধ্যে শেষ যুগে এক জন খাতামাল খোলাফা-এর জন্ম হইবে (যে এই অধম) যাহাতে ইস্রাঈলী ও ইসমাঈলী সেলসেলার মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্যের সৃষ্টি হয়। অতএব যেস্থলে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হযরত মুসা হইতে শ্রেয়ঃ সেস্থলে ইহা অবশ্যম্ভাবী যে, তাঁহার উম্মতের খাতামাল খোলাফা হযরত মূসার খাতামাল খোলাফার চাইতে শ্রেয়ঃ হইবেন।

(টীকার অবশিষ্টাংশ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

কবিতাটির বঙ্গানুবাদ :—সত্যের কসম, ইবনে মরিয়ম জীবিত আছে। এই শ্রদ্ধেয়জন আকাশে ফেরেশ্‌তার ন্যায় আছেন। তাঁহার আলোচনা ও গৌরব কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। গোলাম আহমদী মিথ্যা বলেন। লোকেরা! কুরআন হইতে প্রমাণ করিয়া নাও। তোমরা কেন অপবাদ দ্বারা ধর্ম হারাইতেছ? মিথ্যার বাজার কয়েক দিনের জন্য। ইহার পর হৃদয় বিদারক আক্ষেপ। সময় আছে, মির্যায়ীরা এখনো সত্যকে ভয় কর। শীঘ্র জীবদ্দশাতেই তওবা কর। তোমরা মুহাম্মদের ধর্মের অনুসরণ কর। তবে দুই জাহানের বাদশাহী তোমাদের হাতে আসিবে। যখন তোমাদের উপর খোদার গযব অবতীর্ণ হইবে তখন মির্যা না মাহদী থাকিবে না রসূল। এই সব কথাবার্তা ভুলিয়া যাইবে। শরীয়ত হইতে দেওয়া সব যুক্তি-প্রমাণ অনর্থক। এই সব কেবল তাহার বুদ্ধির খেলা। তাহার এই সকল কাজ আরাম-আয়েশের জন্য। সে যে রীতি-নীতি প্রবর্তন করিয়াছে, তাহার সম্পর্কে কোন পয়গম্বর বা ওলী এই কথা বলিয়াছে, সে পরস্ত্রীকে সঙ্গী করিয়া নিয়াছে। বাগানে লইয়া গিয়া সে এই কথা বলিল, হে মেয়ে লোক! তুমি মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেল এবং হাতের মধ্যে হাত রাখিয়া তুমি পাখীর ন্যায় গান গাও। সে নাজায়েয করে। এতদ্‌সত্ত্বেও এই লোকেরা তাহাকে মাহ্‌দী বলে। হে ইলাহী! শীঘ্র ন্যায় বিচার কর। পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে মিথ্যা হইতে পবিত্র কর—অনুবাদক)।

মিথ্যাবাদীর উপরে আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক।

ইহা তাহার কবিতা, যাহার মধ্য হইতে আমি অনেক অশ্লীল কবিতা ছাড়িয়া গিয়াছি। কেননা, ঐগুলির বিষয়-বস্তু ছিল ভয়ঙ্কর নোংরা ও নির্লজ্জ। কিন্তু এই কবিতাগুলির রচয়িতা যেখানে খোদার দরবারে ন্যায়-বিচার এবং পরিমণ্ডলকে মিথ্যা হইতে

(টীকার অবশিষ্টাংশ)

ইহাই সত্য। শুনার জন্য যাহার কান আছে সে শুনুক। আফসোস, আমার বিরুদ্ধবাদীরা বার বারতো এই কথা বলে যে, শেষ যুগে মুসলমানদের একটি দল ইহুদীদের ন্যায় হইয়া যাইবে। যেভাবে হতভাগা ইহুদীরা খোদার নবীগণকে রদ করিত এবং ভবিষ্যদ্বাণী অস্বীকার করিত, সেভাবে তাহারাও করিবে। কিন্তু এই কথা তাহাদের মুখ হইতে বাহির হয় না যে, যেভাবে উভয় সেলসেলার দুই নবীর সাদৃশ্যের দরুন প্রথমে সাদৃশ্য অনেক আছে, সেভাবেই খাতামাল খোলাফার জন্ম হওয়ার পর শেষেও অনেক সাদৃশ্যের সৃষ্টি হইয়া যাইবে। ইহুদীরাও বলে যে, শেষ যুগের মসীহ প্রথম মসীহের চাইতে শ্রেয়ঃ হইবেন। কিন্তু এই সকল লোক বলে না। ইহা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল লোক আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের কোন কদরই করে না। ইহা ভাবিবার যোগ্য যে, যে ব্যক্তির হৃদয়ে আমার এই পংক্তির দরুন মোবাহালার আবেগ উত্থিত হইয়াছিল আমার জীবদ্দশাতেই খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিলেন। অতএব এই পংক্তির সত্য হওয়ার ব্যাপারে তাহার মৃত্যু যথেষ্ট সাক্ষী।

পবিত্র করার জন্য দোয়া করিয়াছিল, ঠিক সেভাবেই খোদা শীঘ্র ন্যায়-বিচার করিয়া দিলেন। এই কবিতাগুলি লেখার কয়েক দিন পরে অর্থাৎ এইগুলি রচনার পরে ঐ ব্যক্তি অর্থাৎ আব্দুল কাদের প্লেগে মরিয়া গেল। তাহার এক শীষ্যের মাধ্যমে তাহার এই দস্তখতকৃত লেখা আমি পাইলাম। কেবল সে একাই প্লেগে মারা যায় নাই, বরং তাহার আরো কোন কোন আত্মীও প্লেগে মরিয়া গেল। তাহার একজন জামাতাও মরিয়া গেল। অতএব এইভাবে তাহার কবিতা মোতাবেক মিথ্যার পরিমণ্ডল পরিষ্কার হইয়া গেল।

আফসোস, এই সকল লোক এখন মিথ্যা কথা বলিতেছে। তাহারা এখন ঔদ্ধত্যের সহিত অপবাদ লাগাইতেছে। নবীর শরীয়তের আলোকে সঙ্গেসার হওয়ার যোগ্য। এতদ্‌সত্ত্বেও তাহারা কোন পরোয়া করে না; ইহারাই হইল হোমরা-চোমরা আলেম। অর্থাৎ এই যুগের এই সকল লোকের হৃদয়ে এইরূপ কিছু ঔদ্ধত্য ও বেপরোয়াভাবে আছে যে, যখন এক ব্যক্তি খোদাতা'লার নিকট হইতে এইরূপ ফয়সালা চাহিয়া মরিয়া যায় তখন অন্যরা উহার কোন পরোয়াই করে না এবং তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঔদ্ধত্য ও কটুভাষী হইতে আরম্ভ করে, বরং তাহার চাইতেও বেশী অগ্রসর হয়। বস্তুতঃ এ যাবৎ ইহাদের মধ্যে বিশজন এইরূপ মোবাহালায় মরিয়া গিয়াছে। যদি আমি সকলের কথা লিখিতে যাই তবে তাহাদের বর্ণনায় কয়েক খণ্ড পুস্তক ভরিয়া যাইবে। আমার অনেক বন্ধু চিঠি লিখিয়াছেন যে, অমুক ব্যক্তি এক তরফা মোবাহালা করিয়া কয়েক দিনের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে এবং অমুক ব্যক্তি আমাদের জামাতের কোন একজনের সহিত মোবাহালা করিয়া ভোরেই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ নিজেরা আসিয়া এই ধরনের অদ্ভুত নিদর্শন বর্ণনা করিল। বস্তুতঃ গত কাল ১৯০৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীতেও কয়েকজন অতিথি মোবাহালার অবস্থা বর্ণনা করিল। কিন্তু এই গ্রন্থ অনেক বড় হইয়া গিয়াছে এবং ঐ সকল ঘটনাও কেবল মৌখিক বর্ণনা, তাই ঐগুলি লেখা আমি জরুরী মনে করি না। জানিনা খোদাতা'লার কি ইচ্ছা। ইহাদের মধ্যে কেহই এই কথা ভাবে না যে, খোদাতা'লা কেন এই সকল সাহায্য করিতেছেন। ইহাই কি মিথ্যাবাদী দাজ্জাল ও ফাসেকের লক্ষণ যে, তাহার মোকাবেলায় খোদা মোবাহালার অবস্থায় মোমেন ও মোত্তাকীদিগকে বিনাশ করিয়া চলিয়াছেন? অবশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, উল্লেখিত কবিতার কলমের লেখার ফটোকপি লইয়া এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল যাহাতে বিরুদ্ধবাদীদের উপর হুজ্জত কায়েম হইয়া যায়। যদি কেহ অস্বীকার করে যে, ইহা তাহার কবিতা নহে তবে সে তাহার এই ফটোকপির লেখার সহিত তাহার অন্যান্য লেখা মিলাইয়া দেখিতে পারে। আসল লেখাটিও আমার নিকট রক্ষিত আছে। যাহার ইচ্ছা হয় সে দেখিয়া নিক। যে ব্যক্তির মাধ্যমে আমি এই লেখা পাইয়াছি সে তাহার শীষ্য। তাহার নাম শেখ মোহাম্মদ। তাহার পিতার নাম আলী মোহাম্মদ।

খোদাতা'লার কুদরত যে, অধিকাংশ মোবাহালাকারী প্লেগেই মরিয়াছে এবং অধিকাংশ কঠোর বিরুদ্ধবাদীকে প্লেগই ফয়সালা করিয়াছে। বারাহীনে আহমদীয়ায় খোদা প্লেগ ও ভূমিকম্পের উল্লেখ করিয়াছেন ঐ যুগে যখন এই দেশে এই সকল আযাবের নাম নিশানা ছিল না, যেমন বারাহীনে আহমদীয়ায় মৃত্যুর এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে

لا يصدق السفهاء الا سوء الهلاك - اتى امر الله فلا تستعجلوه

অর্থাৎ বৈষয়িক মানুষেরা মৃত্যুর নিদর্শন ছাড়া অন্য কোন নিদর্শন সত্য বলিয়া স্বীকার করে না। তাহাদিগকে বলিয়া দাও, ঐ নিদর্শনও আসিতেছে। অতএব তোমরা জলদী করিও না। সুতরাং মৃত্যুর নিদর্শন দ্বারা এই প্লেগের নিদর্শনকেই বুঝানো হইয়াছিল। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লা বারাহীনে আহমদীয়ায় অন্য জায়গায় বলিয়াছেন,

الرحمن علم القران لتنذر قوما ما انذر اباءهم و لتستبين سبيل المجرمين - قل انى امرت وانا اول المومنين -

অর্থাৎ তিনিই খোদা যিনি তোমাকে কুরআন শিখাইয়াছেন এবং সঠিক অর্থ অবহিত করিয়াছেন যাহাতে তুমি আগমনকারী আযাব সম্পর্কে ঐ সকল লোককে সাবধান কর, যাহাদের বাপ-দাদাকে সাবধান করা হয় নাই এবং যাহাতে অপরাধীদের পথ প্রকাশিত হইয়া যায় এবং অবগত হওয়া যায় কে অপরাধী এবং কে সত্যান্বেষী।

এইভাবে আল্লাহ্‌তা'লা বারাহীনে আহমদীয়ার অন্যত্র বলিয়াছেন :—"পৃথিবীতে এক সতর্ককারী আসিয়াছে। পৃথিবী তাহাকে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু খোদা তাহাকে গ্রহণ করিবেন এবং পরাক্রমশালী আক্রমণসমূহ দ্বারা তাহার সত্যতা প্রকাশ করিয়া দিবেন।"

(ক্রমশঃ)

"আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।"

(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

৩২তম ইউ-কে আন্তর্জাতিক সালানা জলসা

বরকতময় ঐতিহ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত

সংগ্রহ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

ইংল্যাণ্ড আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন ৩২তম সালানা জলসা বিশাল আহমদীয়া কমপ্লেক্স—ইসলামাবাদ-টিলফোর্ডে ২৫, ২৬ ও ২৭শে জুলাই ১৯৯৭ ইং তারিখে আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফযল ও করমে বরকতময় ঐতিহ্য ও ব্যতিক্রমধর্মী সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই রূহানী জলসাটি ছিল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় ১৮৯৭ সালে অনুষ্ঠিত সালাসা জলসার সাথে বহু দিক দিয়ে নিবিড়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন, কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত উক্ত জলসায় উপস্থিতি-সংখ্যা পূর্ববর্তী সব জলসার তুলনায় অসাধারণ-ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তেমনি যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত এ জলসায় উপস্থিতি সংখ্যা বিগত বছর-গুলোর তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ হাজার ছাড়িয়ে যায় (অনূর্ধ্ব ১০ বছর বয়স্ক বালক-বালিকা এই গণনার বহির্ভূত)। উল্লেখ্য যে, বিগত বছরের জলসায় যোগদানকারীদের সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৫শ' ৬১ জন। এবার জলসায় আরব-মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, এশিয়া ও ইউরোপের ৬৪টি দেশ থেকে আহমদী প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। এই প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী, সংসদ-সদস্য, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও জননেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাদের অনেকে এ জলসায় সংক্ষিপ্ত ভাষণও দান করেন এবং আহমদীয়া জামাতের ধর্মীয় ও মানবিক ক্ষেত্রে তাদের নিঃস্বার্থ অসামান্য খিদমত ও অবদানের জন্য শ্রদ্ধার সাথে ভূয়সী-প্রশংসা করেন।

আহ্‌মদীয়তের ইতিহাসে এই প্রথম গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী জনাব টনি ব্লেয়ার আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে বিশ্বের দূরদূরান্ত থেকে আগত সকল মেহমান-কে স্বাগত জানিয়ে নিজের প্রতিনিধির মাধ্যমে বিশেষ শুভেচ্ছা-বার্তা প্রেরণ করেন। এতদ্‌অঞ্চলের পার্লামেন্ট মেম্বারও মঞ্চে এসে বক্তব্য রাখেন।

এ জলসার সার্বিক কার্যক্রম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রিক মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া (M.T.A) থেকে এগারটি ভাষায় অনূদিত হয়ে জগতময় সম্প্রচারিত হয়। ইংরেজী, আরবী, বাংলা, জার্মান, রাশিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইণ্ডোনেশিয়ান, আল্বানিয়ান, স্পেনিস, টার্কিশ, বসনিয়ান ওগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

জলসার শেষ দিবসে বিশ্বজনীন আন্তর্জাতিক বয়াতের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ৯৬টি দেশে বিস্তৃত ৩০ লাখ ৪ হাজার ৫৮৪ জন ব্যক্তি, যারা বিগত বছরটিতে অহমদীয়া জামাতে

দীক্ষিত হয়েছেন তারা একযোগে টেলিভিশন যোগাযোগের মাধ্যমে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর হাতে বয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। সেই সাথে জলসায় যোগদানকারীদের ব্যতীত এম-টি-এর লক্ষ-লক্ষ দর্শক ও শ্রোতাও তাতে শামিল হয়ে দোয়া এবং শোকরানা-সিজদা আদায় করেন এই বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকাতর বিনীত দোয়া এবং সম্মিলিত নগণ্য চেষ্টা-প্রয়াস কবুল করতঃ তাঁর অপার অনুগ্রহে ত্রিশ লাখেরও অধিক নূতন আহমদী দান করেছেন। সকল প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ তা'লার।

হুযূর (আইঃ) ২৫ জুলাই জুমুয়ার খোৎবা প্রদান ও নামায আদায়ের পর এই মহতী জলসার উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণ ব্যতীত জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রথম অধিবেশনে মহিলাদের উদ্দেশ্যে এক ঘণ্টা এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে দু' ঘণ্টা স্থায়ী ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ভাষণের পূর্বে ইংরেজী ভাষাভাষীদের মাঝে এক ঘণ্টা স্থায়ী অনুষ্ঠানে বহু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। জলসার তৃতীয় দিবসে হুযূর (আইঃ) আন্তর্জাতিক বয়াত অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ঐতিহাসিক বয়াত গ্রহণ পরিচালনা করেন। অতঃপর হুযূর (আইঃ) জলসার সমাপনী অধিবেশনে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণের পর দোয়ার মাধ্যমে এই পবিত্র জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। (আল-ফযল হতে)

মুবাহালার বিস্ময়াতীত ঈমানবর্ধক ফলাফলঃ

বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামাতের অনন্য সাফল্য এবং আহমদীয়ত-বৈরী মৌলবাদীদের চরম ব্যর্থতা ও লাঞ্ছনাজনক পরিণামের মর্মস্পর্শী বিবরণঃ

(ইউ-কে সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসে প্রদত্ত হুযূর (আইং)-এর ভাষণ থেকে কিয়দংশ)

২৬শে জুলাই জলসার দ্বিতীয় দিনের ভাষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) **মুবাহালা প্রসঙ্গে বলেনঃ** ১০ই জানুয়ারী '৯৭ইং রামযানুল-মুবারাকে আমি বিশ্বের সকল বৈরী উলামাকে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছিলাম যেন প্রত্যেক পক্ষ নিজস্বভাবে দোয়া করেন যাতে সত্য জাজ্বল্যমানরূপে প্রকাশিত হয়। ইতোপূর্বে ১৯৮৮ সালের মুবাহালাটি ছিল বিশেষ কিছু সংখ্যক ঘোর বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে (যাদের সর্বশীর্ষে ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক)। তাদের অধিকাংশই তখন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটিয়ে যান, বিশেষতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে আবশ্যকীয় ভাবে উভয় পক্ষের একত্রিত হবার কথা তুলে তারা আস্ফালন করতে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, ১৯শে মে, ১৮৯৭ সালে হযরত মসীহ মাওউদ (অইঃ) ইশতেহারের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ "তারা স্বস্থানে এবং আমি স্বস্থানে খোদাতা'লার সমীপে যেন দোয়া করি। তারা এই দোয়া করুক যে, 'ইয়া এলাহী! এই ব্যক্তি যে মসীহ মাওউদ হওয়ার দাবী করে যদি সে মিথ্যা দাবীকারক হয়ে থাকে এবং আমরা আমাদের ধারণা অনুযায়ী

সাচ্চা এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিত তোমার মকবুল বান্দা হয়ে থাকি তাহলে এক বছরের মেয়াদকালে কোন অলৌকিক গায়বী বিষয় সম্পর্কে নিদর্শনস্বরূপ আমাদের অবহিত কর এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে উহা বাস্তবায়িত কর। এর মোকাবেলায় আমি দোয়া করি, 'ইয়া ইলাহী! যদি তুমি জান যে, আমি তোমার তরফ হতে প্রেরিত এবং সত্যিকারভাবে মসীহ মাওউদ হয়ে থাকি তাহলে (লেখরাম সংক্রান্ত ৬ই মার্চ তারিখে যে উজ্জল নিদর্শনটি সংঘটিত হলো এতদ্ব্যতীত—সংকলক) আরেকটি নিদর্শন ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে প্রকাশিত কর এবং এক বছর কালের মাঝে তা বাস্তবায়িত কর।' পরিশেষে তিনি আরো লেখেন, "খোদাতা'লার প্রিয় নেক বান্দাগণ দোয়ার কবুলিয়তের দ্বারা সত্যবাদী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে থাকেন। এই সকল দোয়ার জন্য জরুরী নয় যে, তা কোথাও সামনা-সামনি উপস্থিত হয়েই করতে হবে। বরং বিরুদ্ধবাদী পক্ষের উচিত কোন বিশেষ ইশ্‌তেহার দ্বারা আমাকে অবহিত করা এবং নিজেদের গৃহে বসে দোয়া শুরু করে দেওয়া।"

হুযূর বলেন, আমার চ্যালেঞ্জটি হুবহু উক্ত বিষয়বস্তু সংবলিতই ছিল। আমি উলামাকে বলি যে, উভয় পক্ষের একত্রিত হবার প্রয়োজন নেই। আমরা আহমদীরা সবাই নিজেদের গৃহে থেকে দোয়া করতে থাকবো। তোমরাও জোর লাগাও এবং সাধ্যমত যা পার কর। একটি কথা স্মরণ রেখো যে, তোমরা মিথ্যেবাদী সাব্যস্ত হবে এবং আমরা সত্যবাদী।

আশাতীতভাবে এই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে গেলো যে, পাক-ভারতের উলামা আমার এই মুবাহালা গ্রহণ করে নিলেন। যদিও আগেরবার তাদের মতে কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সামনা-সামনি একত্রিত হওয়া জরুরী ছিল, তথাপি এবার তাদের সেই কুরআনভিত্তিক অবস্থান থেকে তারা নিজেরাই সরে দাঁড়ালেন। খোলাখুলিভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা আমার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে নিল এবং ঘোষণা করলো যে, "এ বছরটি হবে আহমদীয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার বছর। তাছাড়া, ইংল্যাণ্ডের আহলে সুন্নতদের নেতৃস্থানীয় উলামাসহ তাদের নায়েব আমীর মোহাম্মদ আকবর যিরক বিবৃতি দিলেন: "মির্যা তাহেরের চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আহলে সুন্নত উলামা কাদিয়ানীদের ধ্বংস ও বিনাশের জন্য দোয়া করেছেন এবং তাদের শোচনীয় পরিণামের অপেক্ষায় আছেন।" তারা বলেন, "কাদিয়ানীদের অবলুপ্তির আভাস ও লক্ষণাবলী শীঘ্র আপনারা দেখতে পাবেন।" (হুযূর বলেন, এখন আপনারা বিস্ময়ের সাথে এই জলসায় এবং আহমদীয়তের বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির মধ্য দিয়ে ওসব লক্ষণই অবলোকন করছেন!)

"৩১ মে '৯৭ইং যুক্তরাজ্যে 'কাদিয়ানীয়তের ফেৎনা থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা দিবস' উদযাপনের ঘোষণা—ইংল্যাণ্ড এবং ইউরোপের সকল মসজিদে উক্ত দোয়াটি অনুষ্ঠিত।" (সাপ্তাহিক 'আওয়াজ'-'ইন্টারন্যাশনাল'-এ উক্ত শিরোনাম সহ কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। তাছাড়া লণ্ডনস্থ দৈনিক "জঙ্গ"-এর ১লা ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রেস রিলিজ প্রকাশিত হয়।)

হুযুর বলেন, আলহামদুলিল্লাহ, এইরূপে মুবাহালার পথে দীর্ঘকালীন যে বিভ্রাট লেগে থাকতো—কোন না কোন অজুহাত তৈরী করে পলায়ন করা হতো তার অবসান ঘটলো এবং উভয় পক্ষ একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বীরদর্পে বেরিয়ে পড়লো।

মুবাহালার কল্পনাতীত বিস্ময়কর ফলাফল ঃ

এরপরেই কল্পনাতীত বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঘটতে লাগলো। মুবাহালার আট দিন অন্তর আহমদীয়তের এরূপ এক দুশমন বধ হলো যার দরুন সারা পাকিস্তানে মৌলবাদীদের মাঝে মাতম লেগে গেলো। পত্রিকাগুলোতে শিরোণাম বেরুলো : 'সিপাহি সাহাবা'-এর প্রধান মৌওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকীর অপমৃত্যু ; লাহোরে বোমা বিস্ফোরণে ফারুকী সহ ৩০ ব্যক্তি নিহত। লাশগুলো অগ্নি-দগ্ধ, বহু সংখ্যক গাড়ী ধ্বংস, চতুর্দিকে কেবল রক্ত আর রক্ত।

উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ঘটনা ঘটার বেশ আগে ক্রাইডেনের একজন আহমদী উক্ত মৌলবীর ঐ শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট স্বপ্নও দেখেছিলেন, যা তিনি হুযূরকে লিখে জানিয়েছিলেন। উক্ত ঘটনা ব্যতীত বিভিন্ন স্থানে বহু সংখ্যক বৈরীদের ভয়াবহ অপমৃত্যুর ঘটনা সংঘটিত হয়।

চক সিকান্দর আহমদীয়া জামাতের উপর ভয়াবহ দাঙ্গা ও অত্যাচারের অন্যতম নায়ক মৌলবী নেওয়ায আসামী হিসেবে ধরা পড়ার ভয়ে জর্দানে আশ্রয় নেয়। মুবাহালা ঘোষণার কিছু পরেই সেখানে তার মাথায় এক ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে সারা মুখমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং চোখে কীড়া ধরে যায়। দেখতে দেখতে চেহারা ভীষণ বিকৃত ও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠে। সেখানে চক-সিকান্দরের অধিবাসী নাসীর নামে একজন আহমদীও ছিলেন। তাঁর মা ও স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়ে উক্ত সন্ত্রাসী মৌলবীর অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। তথাপি নাসির সাহেব তাকে ঐ অসহায় অবস্থায় দেখে বেশ কয়েকদিন তার সেবা-শুশ্রূষা করেন। এরপর তার সকাতর অনুরোধে নিজ খরচে তাকে বিমানযোগে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেন। মৃতপ্রায় লাশ হয়ে সে মৌলবী চকসিকান্দরে পৌঁছুলে ঘৃণায় কেউ তার কাছেও ভীড়ে নি। পোকা পড়া তার চোখ ও চেহারার উপর মাছি ভিন-ভিন করতে থাকে। এমতাবস্থায় ক'দিনের মধ্যে চরম লাঞ্ছনা ও যাতনা ভরে সে মারা যায়।

সিন্ধু-প্রদেশে অনুরূপ আরেক প্রখ্যাত বৈরী মৌলবী মোঃ সালেহ উল্লাড় আহমদীদের হত্যা করতো। এবং করতো ডাঃ মুনাওয়ার এবং ডাঃ আকীল দু'জন আহমদীকে সে-ই হত্যা করেছিল। উক্ত মুবাহালার পর ২৪শে ফেব্রুয়ারী '৯৭ ইং স্বয়ং তার পুত্রদের হাতে নৃশংসভাবে নিহত হয়। প্রথমে তারা তাকে বিষ দেয়, তাতে সে মারা না গেলে তাকে তারা গুলি করে। গুলি খেয়েও সে উঠে পালাবার চেষ্টা করাতে তারা তাকে চেপে ধরে এবং তার

ঘাড় ভেঙ্গে দেয়। এমনি করে অত্যন্ত দুঃখ যাতনা ও লাঞ্ছনার সাথে তার জীবন সাঙ্গ হয়। পুলিশের সামনে তার ছেলেরা বলে, সে অত্যন্ত এক পাষণ্ড পাপাচারী ছিল, তার অত্যাচারে ঘরেও সবাই অতিষ্ঠ ছিল। অতএব, আমরা তাকে মেরে ফেলেছি।" গোসল কাফন ছাড়াই তাকে দাফন করা হয়।

আরেক প্রখ্যাত বৈরী মলেক মঞ্জুর এলাহী আওয়ান ছিল। আসলাম কোরেশী উধাও হলে ঐ ব্যক্তিই সর্বপ্রথম হুযূরকে তার হত্যাকারী বলে জোরে শোরে দেশব্যাপী অপবাদ দিয়ে বেড়াতো। বিগত ৮৮ইং সালে ঘোষিত মুবাহালার একমাস পরেই আসলাম কোরেশী অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করলে তার অপবাদ নির্জলা মিথ্যা সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সে বিরত হয় নি, বরং নির্লজ্জভাবে বলে বেড়াতো যে, আসলাম কোরেশীর মাথা খারাপ হয়েছে যে, সে বলে যে, মির্যা তাহের আহমদ তাকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনা করেন নি, বরং তার কথাই সত্য, অন্যথায় তাকে যেন ফাঁসি দেওয়া হয়। এ কথা সে আসলাম কোরেশীর ফিরে আসার আগেও বলেছিল। এখন তা আরও জোরে-শোরে বলতে লাগলো। তাছাড়া হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে মৌলবীদের সে প্রিয় জঘণ্য মিথ্যাটিও সে বলে বেড়াতো। ইতিমধ্যে তার পালক পুত্র সহসা তার বিরোধী হয়ে দাঁড়ালো। তারপর তার এক ভাতিজা বা ভাগনে আহমদী হয়ে গেলো। সে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী বলে সাব্যস্ত হলো। মানুষদেরকে তার চাচা বা মামা সম্পর্কে জানাতে আরম্ভ করলো যে, সে অত্যন্ত এক নির্লজ্জ, হীনমন্য ও হিংস্র স্বভাবের ব্যক্তি। সেজন্য সে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো এবং এই আহমদী ভাতিজার প্রাণের শত্রু হয়ে গেলো। সেই নবদীক্ষিত আহমদী হুযূর (আইঃ)-কে মনযুর এলাহীর আক্রোশাত্মক ভূমিকা এবং নিজের অসহায়ত্বের বৃত্তান্ত লিখে দোয়ার জন্য আবেদন জানালো। আরেকজন বিশিষ্ট আহমদীও উক্ত ঘটনা সম্পর্কে হুযূরকে অবহিত করলেন। হুযূর সে নবদীক্ষিত আহমদীকে নির্দেশ পাঠালেন, সে যেন তাকে হুযূরের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ পৌঁছে দেয় যাতে ঐশী-নিদর্শন প্রকাশিত হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে মনযুর এলাহী আওয়ান এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ঘন ঘন পায়খানায় যেতে আরম্ভ করলো এবং অবশেষে তাকে পায়খানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। সেখান থেকে তাকে উলঙ্গ অবস্থায় টেনে বের করা হয়।

আইভেরিকোষ্টের ঘোর আহমদীয়ত বিরোধী এক আলেম অনেক বুঝানো সত্ত্বেও বিষোদগার ও গালি-গালাজ থেকে বিরত হতো না। অন্য কারো নামে পাঠানো টিকেটে তাকে বঞ্চিত করে সে নিজেই হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে চলে যায়। হজ্জের সময় সেখানে আগুন লাগার দুর্ঘটনার একদিন আগে সে তার সঙ্গীদের সহকারে খানা-কাবার গেলাফ ধরে মুবাহালা গ্রহণের কথা উল্লেখ করে আহমদীয়তের বিরুদ্ধে দোয়া করে। তখন সেখানে

উপস্থিত ক'জন আহমদী তা প্রত্যক্ষ করেন। তারপর অগ্নিসংযোগের দুর্ঘটনাকালে সেই ঘোর বিরোধী আলেম পদপিষ্ট ও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।

শ্রীলংকার এক ঘোর বিরোধী মৌলবী সেখানকার একটি জামাতের সকলকে বাড়ীঘর সহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এক জনসভার আয়োজন করে। আহমদীরা সেখানে মুবাহালার লিফলেট উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে বিতরণ করেন। শ্রোতাদের মধ্যে কিছু যুবক সেই মুবাহালার চ্যালেঞ্জ উক্ত মৌলবীর কাছে পেশ করে এবং তা গ্রহণ করে ঘোষণা করতে বলে। কিন্তু মৌলবী তাতে ভীত হয়ে পড়ে। সুতরাং তার সে অবস্থা দেখে যুবকদল ঐ সভা পণ্ড করে দেয় এবং সেই মৌলবী ও তার সাথীদের সেখান থেকে মারধর করে বিতাড়িত করে।

রাবওয়ায় অবস্থিত অ-আহমদী মসজিদে খতমে নবুওয়ত পরিষদ নিযুক্ত প্রখ্যাত ঘোর-বিরোধী মৌলবী আল্লাহওয়াসায়া, যে ঐ মসজিদের লাউড স্পীকারের দ্বারা রাতদিন অশ্লীল গালি-গালাজ করতো এবং সব সময় বিভিন্নভাবে আহমদীদেরকে নির্যাতন ও নিপীড়নে লিপ্ত থাকতো, মুবাহালার পরে পরেই সে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালভুক্ত অবস্থায় মুবাহালার নিদর্শনে পরিণত হয়।

তাঞ্জানিয়ায় আহমদীয়তের এক ঘোর বিরোধী মৌলবী শেখ চীটিটে মিশরে পড়াশুনা করে ফিরে এসে নিজের এলাকায় প্রত্যহ আহমদীয়তের কুৎসা করতো এবং মানুষকে বাধাদান করতো। তার সামনে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ পেশ করা হলো এবং বলা হলো, "এই মুবাহালার আঘাত তোমার উপর পতিত হবে।" এরপর দু'দিনের মধ্যে পুলিশ তাকে এক জঘণ্য কুকর্মের দরুন গ্রেপ্তার করে। সে এখন জেলে রয়েছে।

মুবাহালার ঘোষণার পর পাকিস্তানে সাধারণভাবে ধ্বংসাত্মক অবস্থায় দ্রুত অবনতি মুবাহালার সফলতার জলন্ত স্বাক্ষর বহন করে। উলামাদের সংঘ-সংস্থাগুলোর মধ্যে বিভেদ মারাত্মক রূপ ধারণ করে। সম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এ বছর বিগত কয়েক মাসে ৫৫ জন বাঘা বাঘা মৌলবী নিহত হন এবং মাত্র ৩১জন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন। সারা দেশব্যাপী মুবাহালার পরবর্তী কালে ধর্মীয় সন্ত্রাসের ফলে ২৬৪৪জন নিহত এবং অগণিত ব্যক্তি আক্রান্ত ও আহত হয়। গেং-রেপ সেখানকার ইসলামের জরুরী চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেবল রেকর্ড কৃত কেইসের সংখ্যা ৩১৪ এবং অধিকাংশ তো থানায় যেতেই দেয়া হয় না।

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ন্যাশান'-এর ২৩-২৯শে মে সংখ্যায় পাকিস্তানের আইন উপদেষ্টার বিবৃতি প্রকাশিত হয়, 'ধর্মীয় সন্ত্রাসের দরুন ১৯৯৭ সালের প্রথম চার মাসে নিহতদের সংখ্যা বিগতচার বছরে নিহতদের সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে গেছে।" প্রধান মন্ত্রী নেওয়াজ শরীফ বলেছেন, "সাম্প্রদায়িক কলহ ও দাঙ্গা জনিত সমস্যা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।"

মাওলানা মওদুদীর পুত্র হায়দার ফারুক মওদুদী বিবৃতি দিয়েছেন, "পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর আমীর কাযী হুসেন আহমদ হচ্ছেন জামাতে ইসলামীর জন্যে ক্যান্সার স্বরূপ।"

হুযূর বলেন, এ শব্দটি, যা তারা আমাদের সম্পর্কে ব্যবহার করতো, এখন তারা ওটা একে অন্যের সম্পর্কে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেছে।

আহমদীয়তের বিনাশ সাধন এবং নিজেদের ঐক্যের জন্য ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের মসজিদ-গুলোতে সমবেত হয়ে যে সকল উলামা দোয়া ক'রে পত্র-পত্রিকায় মোবাহালা গ্রহণের ঘোষণা দিয়েছিলেন তাদের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, হ্যালিফাসে অবস্থিত (তাদের) মসজিদে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। কমিটিসমূহ আন্তঃকলহের দরুন খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। বুট পরিহিত পুলিশ মসজিদে প্রবেশ করতে থাকে। পুলিশের প্রহরাধীন নামায আদায় করতে হয়। কেননা, মুসলিম নেতারা পরস্পর একে অন্যকে মৃত্যুর হুমকি দিয়েছেন। মূলতঃ তাদের আন্তঃকলহের কারণ হচ্ছে, ইউরোপিয়ান কমিটি গঠনের দরুন ৮৫ হাজার পাউণ্ড গ্রান্ট পাওয়া গিয়েছিল। তাদের দু'টি দলই ঐ অঙ্কের টাকাটা একা গ্রাস করতে চায়। যার ফলশ্রুতিতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যেমন হাড্ডি নিক্ষেপে কুকুরদের মধ্যে কলহ বাধে। তাদের প্রত্যেকেই ঐ টাকার জন্য আত্মবিসর্জনে তৎপর। (ওডিও ক্যাসেট থেকে সংক্ষিপ্ত)

(২৫ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তাই আল্লাহতা'লা বলেছেন—তোমরা ফেরাউনকে দেখো, যে এমন ত্রিভুজাকৃতি দৃষ্টান্ত-বিহীন অট্টালিকাসমূহ নির্মাণ করতো। এগুলো ছিলো খুবই উঁচু আর মজবুত। আরও বলেছেন—এ সভ্যতার বাহকগণ নিজ নিজ উন্নতির যুগে দুনিয়াতে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করে দিয়ে ছিলো। আর তাদের বাহু বলের কারণে তারা ভীষণ আত্মম্ভরী হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু দেখো, আমরাও তাদের সাথে কীরূপ আচরণ করেছিলাম এবং কীভাবে তাদেরকে বিনাশ করে রেখে দিয়েছি।

মোট কথা বেবিলনীয় সভ্যতার যুগে লোকেরা অট্টালিকাসমূহ নির্মাণে ও মান-মন্দির তৈরীতে অধিক আগ্রহী ছিলো। তাদের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে সকল জায়গায় বিরাট বিরাট অট্টালিকা দেখা যায়। প্রথমে ইউরোপের লোকেরা 'আদ' জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেছিলো আর বলতে ছিলো যে, 'আদ' নামের কোন জাতি ছিলো না। কিন্তু বিশ বছর থেকে অর্থাৎ যখন থেকে আদ সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেল তখন থেকে তারা মানতে লাগলো যে, 'আদ' নামের একটি জাতির অস্তিত্ব ছিলো। বরং সাম্প্রতিককালে আমি এক খৃষ্টান ঐতি-হাসিকের পুস্তক পড়েছি যার মধ্যে তিনি 'আদ' জাতির কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন যে, 'আদ' জাতির ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের হাজারে হাজার পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তকগুলোতে উহা থেকে অধিক জ্ঞান বর্ণনা করতে পারে নি যা কিনা কুরআন করীম স্বীয় কয়েকটি বাক্যে বর্ণনা করে দিয়েছে। (তারীখুল আরব কাবলুল ইসলাম : প্রণেতা, জর্জি যায়দান) (চলবে)

চলতি দুনিয়ার হালচাল

প্রতারকরা কি-না করতে পারে তবে

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মশার জ্বালার শেষ নেই। কামড়ানোর জ্বালাতো আছেই। ম্যালেরিয়া হলে তো কথাই নেই। শেষ পর্যন্ত অকাল মরণ সব জ্বালার সমাপ্তি টানে। আজ আমরা এক নতুন জ্বালার খবর দিচ্ছি যা ২৯-৩-৯৭ তারিখের সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে।

মশক নিধনে হায় হায় কোম্পানি মানিকগঞ্জে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে লাপাত্তা

কল্যাণ সাহা ॥ মানিকগঞ্জ, ২৮শে মার্চ-মশক নিধনের নামে প্রতারণা করে প্রায় লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হায় হায় কোম্পানি। কোম্পানিটির নাম প্রজেক্ট এইড এসোসিয়েট (পাবঃ) লিঃ' (মশক নিধন প্রকল্প)। প্রতারণার শিকার হয়েছেন মশার জ্বালায় অতিষ্ঠ মানিকগঞ্জ পৌরসভার অন্তত দের হাজার নাগরিক। প্রতারক কোম্পানিটি মশার ওষুধ ছিটানোর নাম করে কার্ড ইস্যু করে এই টাকা নিয়ে সটকে পড়েছে।

কিভাবে প্রতারণা : হায় হায় কোম্পানিটি কাজ শুরু করার আগে মানিকগঞ্জ পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে মশার ওষুধ ছিটানোর জন্য একটি 'অনুমতিপত্র' নেয়। এরপর কোম্পানির লোকজন পৌরবাসীদের বাড়ি বাড়ি যায়। পৌরসভা কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্র দেখায়। ৫০ থেকে ১০০ টাকা করে গ্রহণ করে প্রতি বাড়ি থেকে গ্রাহক ফি হিসেবে। টাকা গ্রহণের পর গ্রাহককে একটি 'স্প্রেকার্ড' প্রদান করে।

বলা হয়, প্রতিমাসে একবার মশার ওষুধ ছিটানো হবে এক বছর ধরে। স্প্রেকার্ডে একথা লিখে দেয়া হয়। বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার জন্য ২/১ টি বাড়িতে মশার ওষুধ 'স্প্রে' করাও হয়। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ পৌরবাসী ওই হায় হায় কোম্পানির লোকজনকে চাহিদা অনুযায়ী টাকা পয়সা দেন। এভাবে দ্রুত প্রায় লক্ষাধিক টাকা হাতিয়ে নিয়ে মশক নিধন হায় হায় কোম্পানিটি মানিকগঞ্জ থেকে কেটে পড়েছে।

প্রতারিত পৌরবাসী ছুটে যাচ্ছে পৌরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে। পৌর কর্তৃপক্ষের জবাব : তারা শুধু অনুমতি দিয়েছে পৌরসভায় ওষুধ ছিটানোর জন্য। টাকা পয়সা নেয়ার জন্য নয়। তবে ২ মাস ধরে প্রতারক চক্রটি পৌরবাসীর কাছ থেকে নির্বিঘ্নে টাকা পয়সা তুলছে।

ওই হায় হায় কোম্পানির ঢাকার অফিসেরও হদিস মেলেনি।

১৬-৩-৯৭ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে বলা হয়েছে, 'এবার মশা মারায় ভুয়া কোম্পানি। কয়েক লাখ টাকা নিয়ে উধাও'। ২৯-৩-৯৭ তারিখের আজকের কাগজে মশা সংক্রান্ত

আরো একটি মজার খবর প্রকাশিত হয়েছে। কলম, পেন্সিল ও মশার কয়েল খালিশপুর গার্লস স্কুলের পরীক্ষার্থিদের কলম, পেন্সিলের সঙ্গে একটি করে মশার কয়েল নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকতে দেখা যায়। কয়েল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ওই কেন্দ্রের ৫নং ও ৬নং কক্ষটি অতিরিক্ত স্যাঁতসেঁতে ও খুবই মশা বলে তারা জানায়। মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষার্থিরা মশার কয়েল নিয়ে কেন্দ্রে ঢুকছে। মশার ব্যাপারে এখানে বলা বরং ঘটে গেলো বলাই সমীচীন তাতে বাংলাদেশের নাম সহজেই দু'বার 'গিনিজ বুক অব ওয়ার্লড রেকর্ডে' স্থান পেতে পারে যেমন (১) মশার উপদ্রপ কোন পর্যায়ে গেলো জনগণ এর আক্রমণ হতে বাঁচার জন্য এভাবে প্রতারিত হতে পারে। আর কোন দেশ এরূপ রেকর্ড কখনও দেখাতে পারবে না একথা জোর দিয়ে বলা যায়। (২) দিন দুপুরে পরীক্ষায় হলে মশক নিধন কয়েল নিয়ে যাওয়া এরূপ আর একটি রেকর্ড।

এরূপ দু' দু'টো বিশ্ব রেকর্ডের কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে এতে কমবেশী অবদান দেশবাসী সবারই রয়েছে। তবে মনে হয় শহর বন্দর নগরের লোকেরা বেশী দায়ী। তারাতো বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞানে-গুণে গ্রামবাসীদের অনেক আগোয়ান। তাছাড়া তাদের জন্য ময়লা ফেলা, রাস্তা গলি এসব ছাফ করার যে ব্যবস্থাদি আছে গ্রামে মোটেও তা নেই। রাস্তায় গলিতে নির্দিষ্ট স্থানে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থান থাকা সত্ত্বেও যত্র তত্র ময়লা তো বাসীন্দারাই ফেলে। সারাদেশ ব্যাপি পলিথিন ব্যাগের ব্যাপক ব্যবহার, ফসল করার জন্যে সেচ ব্যবস্থার প্রসার মশার উপদ্রব্য বাড়াতে অনেক সহায়ক হচ্ছে। পলিথিন পচে না। এতে ড্রেনেজে বড় রকমের বাধার সৃষ্টি হয়। এতে কৃষিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সময়ে তা মশার চেয়েও মারাত্মক করে তুলতে পারে, এ আশংকা অমূলক নয়। এসব ছাড়া রয়েছে সর্বস্তরে দায়িত্বপ্রাপ্তদের অধিকাংশেরই দায়িত্ব হীনতা। এ নিয়ে 'রামায়ণ মহাভারত' লিখেও শেষ করা যাবে মনে হয় না। এখানে আমেরিকায় প্রচলিত একটি কথা বিশেষভাবে ভাববার আছে আর তা হলো কোন দেশই এর নাগরিকদের চেয়ে বেশী এগোতে পারে না (A country can not develop more than its people) বস্তুতঃ কোন দেশই তো নিজে উন্নতি করতে পারে না। বাসীন্দাদের দ্বারাই এর উন্নতি ও অবনতি ঘটে থাকে।

আল্লাহ্ চান যে, মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ দ্বারা মোমেন মুত্তাকী হোক, হোক তার প্রিয় বান্দা। এজন্যে সময়মত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন অত্যাবশ্যক। তাতে ব্যক্তি সমাজ সবাই উপকৃত হয়, অনেক অবাঞ্ছিত অবস্থা হতে রেহাই পায়। সমবেত প্রচেষ্টায় আমরা দেশকে মশকমুক্ত করতে পারবো না—এ পরাজয় আমরা কেন মেনে নেবো? কেন প্রতারণার শিকার হবো? কেনই বা দিন দুপরে মশা মারার কয়েল নিয়ে পরীক্ষা দিতে যাবো?

ইনকিলাবে হাকীকী

(প্রকৃত বিপ্লব)

[মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)]

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(৪র্থ কিস্তি)

(২) রোমান সভ্যতার ভিত্তি আইন ও মানবাধিকারের ওপরে :

রোমান সভ্যতার ভিত্তি আইন-কানুনের এবং মানবাধিকারের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যেমন, এ সভ্যতার প্রবক্তাগণ প্রথম মানুষের অধিকারের কথাকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং এমনভাবে ভিত্তি স্থাপন করেছে যে, যদি কাউকে কোন শাস্তি দিতে হয় তাহলে আইনের মাধ্যমে দেয়া হোক। এভাবে তারা রাজনীতিকে আইনের অধীনে নিয়ে আসে। এবং তারা এমন নীতি নির্ধারণ করে যদ্বারা একটি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানুষের ওপরে শাসন কার্য চালানো যায়। এ কারণে এখনও রোমান ল' (Roman Law) পাশ্চাত্য জগতে পাঠ করানো হয়। আর এ নীতির ভিত্তিতে এখনও আইন বিশারদগণ উপকৃত হয়ে থাকেন।

(৩) পারশ্য সভ্যতার আহ্বান—উত্তম আচরণ ও রাজনীতি :

পারশ্য সভ্যতার ভিত্তি উত্তম আচরণ ও রাজনীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এজন্যে তাদের মধ্যে খোদাতা'লার প্রসঙ্গেও ইহা বলা হয় যে, যেহেতু খোদাতা'লার জন্যে ইহা সম্ভব নয় যে, তিনি পাপের মত খারাপ জিনিস সৃষ্টি করেন তাই প্রকৃতপক্ষে খোদা দু'জন ; একজন পুণ্যের ও অপর জন পাপের। মোটকথা উত্তম আচরণকে তারা এতখানি মর্যাদা দিয়েছে যে, তাদের জন্যে এ বিষয়টি স্বীকার করার অযোগ্য হয়ে গেছে যে, অন্যায় আচরণজনিত বিষয়গুলোর স্রষ্টা আল্লাহ্‌র দিকে আরোপ করা হয়। কিন্তু যেহেতু পাপ দুনিয়াতে মজুদ ছিলো তাই তারা এ দর্শনের উদ্ভাবন করেছে যে, পাপের সৃষ্টিকর্তা বলতে কোন খোদা থাকা উচিত যে কিনা উপাসনার যোগ্য নয় বরং ঘৃণার্হ।

দ্বিতীয় দর্শন যার ওপরে পারশ্য সভ্যতার ভিত্তি ছিলো উহা হলো পরস্পর সহযোগিতার দর্শন। কারণ, এই যে পারস্য সভ্যতা প্রথম এ ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেছিলো যাকে সাম্রাজ্য বা শাহানশাহ এর সত্তা বলা হয়। অর্থাৎ সবচে' আগে এ ব্যবস্থাপনা পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষাকারী স্বাধীন শাসকবর্গের নীতি উদ্ভাবন করে এবং ইহাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দেয়।

প্রকৃতপক্ষে এই ধারণাও দ্বৈতবাদের বিশ্বাসের ফল হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। যখন তারা ইহা স্বীকার করে যে, দুই খোদাই স্বাধীন। কিন্তু আবার একজন অপর থেকে শ্রেষ্ঠতরও। তাই এর মাধ্যমে তারা দুনিয়াতেও এরূপ ব্যবস্থাপনার উদ্ভাবন করলো যে, একজন বড় বাদশাহ এবং কতক হোক ছোট ছোট বাদশাহ যারা কিনা স্বাধীনও বটে। পরে আবার একজন উচ্চ ক্ষমতার অধীনও হোক। আর এ বিশ্বাস থেকে সর্বোচ্চ বাদশাহ্‌র ধারণা পরিপূর্ণতা লাভ করলো।

হিন্দুস্তান বা অন্যান্য দেশে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না যে, একজন শক্তিধর বাদশাহ্‌ একজন দুর্বল ও ছোট ধরনের বাদশাহ্‌র এজন্যে আনুগত্য করে যে, সে দুর্বল বাদশাহ্‌ তার ওপরে সর্বোচ্চ একজন বাদশাহ্‌ আছেন। ইহা কেবল পারস্য দর্শনের উদ্ভাবন। আর প্রকৃত পক্ষে এতদ্দ্বারা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

পারশ্যের ইতিহাসে কখনও কখনও এমন হয়েছে যে, প্রকৃত বাদশাহ্‌ দুর্বল হয়ে গেছে আর অধীনস্থ বাদশাহ অনেক শক্তিশালী হয়ে গেছে। কিন্তু সম্রাটের ডাকে সাহায্যের জন্যে সকলে উপস্থিত হয়ে গেছে। আজকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও আব্বাসীয়া খেলাফতের শেষ যুগ প্রকৃতপক্ষে এ দর্শনেরই প্রতিচ্ছবি ছিলো। আর খেলাফতে আব্বাসীয়ার শেষ পর্যায়ের প্রতি যদি আমরা মনোনিবেশ করি তাহলে উহার সৃষ্টির ভিত্তি ঐ বিষয়ের ওপরে ছিলো যে, প্রকৃতপক্ষে তার অধীনস্থ রাজ্যগুলো পারশ্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিলো বা পারশ্য সভ্যতার 'খয়ের খাঁ' ছিলো। আর যেহেতু তাদের অমাত্যবর্গ বংশ পরম্পরায় ঐ ধ্যান-ধারণা পোষণ করে আসছিলো তাই তারা শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও খেলাফতের নাম সর্বস্ব জোয়াল নিজেদের স্কন্ধে বহন করতো।

(৪) বেবিলনীয় সভ্যতার ভিত্তি প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপরে ছিলো :

চতুর্থ সভ্যতা হলো বেবিলনীয় সভ্যতা। উহার ভিত্তি প্রকৌশল ও জ্যোতির্বিদ্যার ওপরে রাখা হয়েছিলো। এর প্রবক্তাদের ধারণা ছিলো যে, যেভাবে খোদাতা'লা চন্দ্র সূর্য ও তারকা সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীতে একটি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছেন মানুষের উন্নতি এ ব্যবস্থাপনার নকল বা অনুসরণ করা দ্বারা সম্ভব। এজন্যে আমাদের সৌর ব্যবস্থাপনার প্রতি মনোনিবেশ করে এবং এর রহস্য অনুধাবন করে উহার অনুসরণ করা উচিত।

(৫) পাশ্চাত্য সভ্যতার আহ্বান হলো বস্তুবাদ ও জাতীয়তাবাদ :

পঞ্চম সভ্যতা অর্থাৎ পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো বস্তুবাদ ও জাতীয়তাবাদ।

পাঁচটি সভ্যতার ওপরে আরও পর্যালোচনা :

সংক্ষেপে পাঁচটি বস্তুবাদী সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করার পরে এখন আমি ওগুলোর মৌলিক নীতিসমূহের ফলাফলের ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

আর্য সভ্যতা যদিও বর্ণগত বৈশিষ্ট্য এবং ঐক্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো তথাপি অতি দীর্ঘ সময় ব্যাপী জারী থাকার পরও কখনও কোন সাম্রাজ্য প্রবর্তন করতে পারে নি। তদুপরি বর্ণবাদ প্রথার কারণে তাদের মধ্যে ঐ ঐক্যও সৃষ্টি হতে পারেনি যা কিনা পারশ্য-বাসীর মধ্যে পাওয়া যেত। এর মোকাবেলায় রোমান সাম্রাজ্য উন্নতি করে। কেননা, তাদের রাজনৈতিক রীতি-নীতি এমন ছিলো যে, জাতিসমূহকে পরাভূত করার পরিবর্তে তারা তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতো। এজন্যে রোমান সভ্যতা স্থায়ী উন্নতির সিঁড়িসমূহ অতিক্রম করে চলতে থাকলো আর উন্নতির দর্শনের প্রবক্তায় পরিণত হলো।

পারশ্য সভ্যতা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি রাখলো। অধীনস্থ ছোট ছোট রাজ্যগুলো নিজ নিজ সীমার মধ্যে স্বাধীন ছিলো আবার একজন নেতার অধীনস্থও ছিলো। গোটা পারশ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহা প্রচলিত ছিলো। এই শাসকের ওপরে শাসকের অনুভূতি তাদের মধ্যে আহেরমান (অগ্নি উপাসকদের মন্দের খোদা) ও ইয়াযদান (অগ্নি উপাসকদের কল্যাণের খোদা)-এর ধারণা সৃষ্টি করেছে।

বেবিলনীয় সভ্যতা প্রকৌশল ও জ্যোতিশাস্ত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এর কারণে নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিলো। আর যদিও এ সভ্যতা সবচে' প্রাচীন আর এর নিদর্শনাবলী কমই পাওয়া যায়। কিন্তু উহার যেসব নিদর্শনাবলী পাওয়া যায় তা বিস্ময়কর।

কুরআন করীমে বেবিলনীয় সভ্যতার নিদর্শনাবলী :

কুরআন করীমেও এ সভ্যতার কতক শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে উল্লেখ রয়েছে। সূরা ফজরে আল্লাহ্ তা'লা বলেন :

আলাম তারা কায়ফা ফা'আলা রাব্বুকা বি 'আদিন-ইরামা যাতিল 'ইমাদিল্লাতি লাম ইউখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ-ওয়া সামূদাল্লাযীনা জাবুস্ সাখরা বিলওয়াদ-ওয়া ফির 'আউনা যিল আওতাদ-আল্লাযীনা তাগাও ফিল বিলাদ-ফা আকসারূ ফীহাল ফাসাদ।

অর্থাৎ তুমি কি দেখ নি যে, তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সাথে কী ব্যবহার করেছেন—বড় বড় অট্টালিকার অধিকারী ইরাম (গোত্র)-এর সাথে? তাদের সমতুল্য কোন জাতি এসব দেশে সৃষ্টি করা হয়নি—আর সামূদের সাথে, যারা উপত্যকাসমূহে (ঘর তৈরীর জন্যে) পাথর কাটতো, এবং ফেরাউনের সাথে, যে (সৈন্য শিবিরের) কীলকসমূহের অধিকারী, যারা দেশে বিদ্রোহ করেছিলো আর এতে উপদ্রব বাড়িয়েছিলো? (সূরা ফজর: ৭-১৩ আয়াত)—অনুবাদক।

এ সভ্যতার ভিত্তি যেসব লোক রেখেছিলো তাদেরকে আদ জাতি বলা হয়। 'আদ' নামে দু'টি জাতি অতীত হয়ে গেছে। প্রথম 'আদ' জাতি বেবিলনীয় সভ্যতার প্রবক্তা।

আর অন্য 'আদ' জাতি পরবর্তী যুগে এ সভ্যতার ধারক ও বাহকদের মধ্যে অন্যতম। এ আয়াতে ঐ প্রাথমিক 'আদ' জাতি অর্থাৎ বেবিলনীয় সভ্যতার প্রবক্তাদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তোমার কি জানা নাই যে, আল্লাহ্ তা'লা 'আদ' জাতির সাথে কীরূপ ব্যবহার করেছিলেন? ঐ 'আদ' যাদেরকে 'আদে ইরাম' বলা হয়, তারা বড় বড় উঁচু উঁচু অট্টালিকা তৈরী করতো। এত বড় উঁচু অট্টালিকা তৈরী করতো যে, 'লাম ইউখলাক মিসলুহা ফিল বিলাদ' তাদের পরের কোন জাতিই এ কৌশলের ক্ষেত্রে তাদের মোকাবেলা করতে পারে নি। অর্থাৎ যদিও সাধারণভাবে দুনিয়া উন্নতি করছে কিন্তু কুরআন করীমের যুগ পর্যন্ত উন্নতি সত্ত্বেও কোন জাতি অট্টালিকার নির্মাণ কৌশলে তাদের মোকাবেলায় উৎকর্ষ লাভ করতে পারেনি।

ওয়া সামূদাল্লাযীনা জাবুস্ সাখরা বিল ওয়াদ-আবার এ 'আদ'-এরই অন্য আর একটি শাখা হলো 'সামূদ' যারা পাথর খোদাই কাজে উৎকর্ষ লাভ করেছিলো এবং শহরের পর শহরে পাহাড়ের কন্দর তৈরী করে যাচ্ছিলো। এমন কি কোন কোন স্থানে তারা পাথর কেটে কেটে আশ্চর্য রকমের মহল তৈরী করেছে। 'ওয়া ফেরআওনা যিল আওতাদ'—আর মিশরের ফেরা'উনও ঐ সভ্যতারই বাহক ছিলো। সে-ও যিল আওতাদ। কতক লোক 'আওতাদ' এর অর্থ তাঁবুর কীলক বা খুঁটা করেছেন। কিন্তু এখানে এ অর্থ ঠিক নয়। এখানে আওতাদ-এর অর্থ ঐ সব উচুঁ উচুঁ অট্টালিকাসমূহ যেগুলো পাহাড়ের ন্যায় উঁচুতে দেখা যায়। আরবীতে পাহাড়কেও 'আওতাদুল আরয' বলা হয়। আবার মানুষের নাককেও 'ওয়াতাদ' বলা হয়। কেননা, উহা মুখমণ্ডলের অন্যান্য অংশ থেকে উঁচুতে দেখা যায়। এই মিশরীয় অট্টালিকাসমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা অট্টালিকাগুলোকে পাহাড়ের ন্যায় ত্রিভুজাকৃতি বিশিষ্ট বানিয়ে থাকে এবং বসবাসের দিকে খেয়াল রাখে না বরং উচ্চতার দিকে খেয়াল রাখে। অতএব 'যিল আওতাদ' এর অর্থ কেবল উচুঁ অট্টালিকার অধিকারী করেছেন।

যারই মিশর যাওয়ার সুযোগ হয়েছে সে জানে যে, মিশরের এহরাম কত উঁচু। দূর দূর থেকে লোকেরা উহা দেখতে আসে আর তারা আশ্চার্যান্বিত হয়ে যায় যে, এত উঁচুতে লোকেরা কীভাবে পাথর উঠিয়েছে। 'এহরাম' এত উঁচু যে, এর ওপরে উঠতে মানুষের অনেক সময় লেগে যায়। আমার আকাঙ্খা ও ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও এর ওপরে উঠতে পারিনি। বরং এক বন্ধু একটি এহরামের ওপরে উঠলে তার এত সময় লেগে গিয়েছিলো যে, আমার ভয় হয়েছিল যে, আমরা রাতের আঁধারে কীভাবে বাড়ীর দিকে রওয়ানা দিবো। উহার উচ্চতার তুলনায় কুতুব মিনারের উচ্চতার কোন তুলনাই হয় না। ইউরোপের লোকেরাও এগুলো দেখে স্তম্ভিত হয় আর তাদের এ কথা বোধগম্য হয় না যে, মানুষের সমান সমান আকৃতির পাথর তারা এত উঁচুতে কীভাবে উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

(অবশিষ্টাংশ ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পত্র-পত্রিকা থেকে

মুফতি আমিনী সমাচার—

ষ্টাফ রিপোর্টার ।। ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সার্থে আন্তর্জাতিক মাফিয়া চক্রের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, আমিনী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। এসব বৈঠকের ভিডিও এবং অডিও টেপ রয়েছে। এমনকি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে তার জঘন্য কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যও টেপ করা হয়েছে।

আগামী ৪/৫ দিনের মধ্যে এসব খবর উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণসহ দেশবাসীর কাছে তুলে ধরবে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ মুসল্লি কমিটি। রবিবার কমিটির নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছেন।

মুফতি ফজলুল হক আমিনী গংরা কপট, মিথ্যাবাদী ও মানবতার শত্রু। পরনিন্দা, মহিলাদের সমালোচনা ও হিংসা-বিদ্বেষ ছাড়া এদের কাছে আর কিছুই নেই। ইয়ং মুসলিম সোসাইটির সভাপতি শাহ জাহাঙ্গীর আবেদ বিবৃতিতে এ কথা বলেছেন।

এদিকে সম্মিলিত ওলামা পরিষদও দাবি করেছে যে, মুফতি আমিনী মাফিয়া চক্রের সাথে জড়িত। পরিষদ নেতৃবৃন্দ বলেন, আমিনী ইরান থেকে এসে মোতা বিয়ে জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া গুলিস্তান এলাকার হকাররা আমিনী গংদের দেখামাত্র গণপ্রতিরোধ করবে। বাংলাদেশ হকার সংগ্রাম পরিষদ এ প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছে। পরিষদের এক জরুরী সভায় রবিবার মুফতি আমিনী গংদের প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ মুসল্লি কমিটি সংগঠনের উদ্যোগে গঠিত তদন্ত কমিটি ও কমিটি রিপোর্ট সম্পর্কে আমিনী গংদের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুজিবুর রহমান, যুগ্ম সম্পাদক এ্যাডভোকেট খলিলুর রহমান, এ্যাডভোকেট আবদুল মালেক, আলহাজ আবদুস সোবহান প্রমুখ এক বিবৃতিতে এ নিন্দা জানান। তাঁরা বলেন, মুসল্লি কমিটির সভাপতি সম্পর্কে আমিনী গংরা যে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও নির্লজ্জ বক্তব্য দিয়েছেন তার নিন্দা জানাবার ভাষা তাঁদের নেই।

(১১-৮-৯৭ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

১৪৪ ধারার বিরুদ্ধে পাজেরো জিপের স্বপ্ন!

সনকা রেজা

তাহারা ক্ষেপিয়াছেন। মুখে ধর্মের কথা বলিলেও হৃদয়ে যে দুরভিসন্ধি কাজ করে, তাহা ফাঁস হইয়া পড়ায় তাহারা রুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। ইসলাম ধর্মের পবিত্রতাকে নিছক

রাজনৈতিক ফায়দা লুটিবার মানসে ক্ষতবিক্ষত করিবার সুযোগ হারাইতেছেন বলিয়া তাহাদের রাতের ঘুম হারাম হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থা চলিতে থাকিলে থলিস্থিত বিড়ালটি বাহির হইয়া পড়িবে আর তখন আরব-পাকিস্তানের আশীর্বাদ আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব হইবে; দেশে রগ কাটাকাটির মেলা বসাইতে না পারিলে ঈমানী জোশ চাঙ্গা হয় না। নিদেনপক্ষে কয়েকজন মানুষকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করিয়া আন্দোলন জোরদার করা না হইলে পকেট গরম হয় না। এই অবস্থা চলিতে দেওয়া যায় না। সরকার এইরূপ একটি সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মসজিদে রাখা রাজনৈতিক বক্তব্য রাখা বন্ধ করা চলিতে পারে না।

তাহারা আতঙ্কিত হইয়াছেন। ঢাকা শহরের অন্যান্য স্থানে সভা করিতে হইলে যে সাহস লাগে মনে তাহাদের তা নাই। থাকিবে কি করিয়া? একাত্তর সালে গুটিকয় ইবলিস পুরো বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করিবার যে ফন্দি আঁটিয়াছিল, তাহা সবারই জানা। এই কারণেই ছাত্রনামধারী কুলাঙ্গাররা রগকাটার যন্ত্রপাতি লইয়া সভাস্থল ঘিরিয়া না রাখিলে তাহাদের গলা দিয়া শব্দ বাহির হয় না। ইদানীং কি যে হইল, বাঙালি আবার অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে। ধর্মবিশ্বাসী সরল জনগণ বুঝিতে পারিতেছে, দাড়ি আর টুপি থাকিলেই মানুষ সত্যিকার মুসলমান হইতে পারে না। একাত্তরের পত্রিকাগুলোতে টিক্কা খান নিয়াজী প্রমুখ কসাইর পাশে বাঙালি রগকাটা বিশেষজ্ঞদের ছবি দেখিয়া ধর্মপ্রাণ বাঙালি বুঝিতে পারে—'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়' হত্যা-ধর্ষণ, ধ্বংস সাধন করিবার পরও একজন পাকিস্তানপ্রেমী মুক্তিযোদ্ধার বদৌলতে তাহারা আবার এই বঙ্গদেশে রাজনীতির রঙ্গ প্রদর্শন করিবার সাহস দেখাইতেছেন। কিন্তু জাতিকে বারবার ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয় না। তাই ঢাকার বাহিরে জনসভা করিতে গেলেও জনতার প্রবল বাধার মুখে ঐসব রাজাকার-আলবদর পালাইবার পথ খুঁজিয়া পায় না।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের চারিপাশে সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করায় তাহারা বড়ই বিপাকে পড়িয়াছেন। ধর্মের নাম ভাঙ্গাইয়া অধর্ম করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের শরীরে আগুন জ্বলিতেছে। হায় হায়! এ কী হইল! এখন কোথা হইতে পাকিস্তান প্রেমের বয়ান করিব? কোথা হইতে ধর্মীয় মৌলবাদের গোড়ায় পানি ঢালিব?

পাকিস্তানে টাউট ঘোষিত মৌলানাদেরকে বগলের নিচে রাখিয়া খতমে নবুওত আন্দোলন শুরু হইয়াছিল, এখন প্রচার করিবার সুযোগ না পাইলে কিরূপে ১৬ ডিসেম্বরকে পাকিস্তানের পরাজয় দিবস হিসেবে পালন করিব? থলির বিড়াল যে বাহির হইয়া যায়। ১৯৯৩ সালে আল্লাহ ওয়াসায়া নামক এক মৌলানা পাকিস্তান হইতে বাংলাদেশে বক্তৃতা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। খোদ পাকিস্তানেই ১৪ ফেব্রুয়ারি ডন পত্রিকায় তাকে টাউট মৌলানা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাদের কার্যকলাপে ধর্মীয়

বিশ্বাসের কিছুই দেখেন নাই। টাউটামি করিয়াই তাহারা 'আল্লাহ'কে বিক্রয় করিবার অপ-চেষ্টায় জড়াইয়াছে। আরো এক মৌলানা মনজুর আহমেদ চিনিওটি পাকিস্তান হইতে এই দেশে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়াইয়া যান। তাহার সম্পর্কে লাহোরের দৈনিক আফাক পত্রিকায় লেখা হইয়াছে—মনজুর অত্যন্ত স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী ও ব্লাকমেলার মৌলানা। তাহার ৭টি পাজেরো গাড়ি রহিয়াছে। ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা রহিয়াছে। পাকিস্তানের এই টাউট মৌলানাগণ আমাদের ধর্মব্যবসায়ীদের পরানের বন্ধু। তাহারাও হয়তো পাজেরো জিপের স্বপ্ন দেখেন। এই ধর্ম ব্যবসায়ীরা এতদিন মক্তব-মাদ্রাসা নিয়া রাজনীতি করিতেন, এখন শুনি মসজিদই তাহাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আস্তানা।

পাকিস্তানে মসজিদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছে। পাকিস্তানে রবিবার ছুটি দিবস পালিত হইতেছে, ধর্মপরায়ণ পাকিস্তানি জনসাধারণ তাহাতে অপমানিত হন নাই। সব অপমান যেন বাংলাদেশের ধর্মের লেবাসধারী রাজনীতিকদের। এদের অধর্ম বয়ান হইতে কবে আমরা মুক্তি পাইব? ১৪৪ ধারার ফলে তাহারা বিপাকে পড়িয়াছেন।

(১৩/৮/৯৭ইং তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

পাকিস্তানে সন্ত্রাস দমনে কঠোর আইন পাস ।। পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা ।। ৩০ দিনের মধ্যে মামলার সুরাহা

পাকিস্তানে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সহিংসতা মোকাবিলায় বুধবার জাতীয় পরিষদে একটি সন্ত্রাস দমন বিল গৃহীত হয়েছে। এই বিলে পুলিশকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। খবর ইসলামাবাদ থেকে এপি'র।

জাতীয় পরিষদের মুখপাত্র সামি মালিক বলেন, স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী চৌধুরী সুজাত হোসেন দেশের ৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীর একদিন আগে আহূত পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে এই বিল উত্থাপন করেন।

এই বিলে পাকিস্তানের বিচার বিভাগকে গোষ্ঠীদাঙ্গা ও রাজনৈতিক সহিংসতা সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহ ৩০ দিনের মধ্যে সুরাহা করতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই বিলে আদালতের গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশকে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজন জঙ্গীদের গ্রেফতারের ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

বেনজীর ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় পার্লামেন্ট সদস্যরা এই বিলে আপত্তি দিয়ে ভোট গ্রহণের আগে ওয়াকআউট করেন। তাঁরা পাকিস্তানের ইতিহাসে এটাকে সবচেয়ে কঠোর আইন বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্যরা এই বিলটি গ্রহণের জন্য সর্বসম্মতভাবে ভোট দেন। ২১৭ সদস্যের পার্লামেন্টে পাকিস্তান মুসলিম লীগের

দুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসন রয়েছে।

নওয়াজ শরীফ বলেন, নতুন নীতিতে নিরপরাধ লোকদের প্রতি সুবিচার করা হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, তাঁর সরকার কারও প্রতি 'অন্যায় আচরণে' বিশ্বাস করে না।

তিনি বিলটি তড়িঘড়ি করে পার্লামেন্টে পাস করিয়ে নেয়ার সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেন।

নওয়াজ শরীফ বলেন, পাকিস্তানে সহিংসতা মোকাবিলায় সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার অস্ত্র মালিকানার বিষয়টি কড়াকড়িভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি খসড়া আইনও প্রণয়ন করছে।

পূর্বাঞ্চলীর পাঞ্জাব প্রদেশে এ বছরের শুরু থেকে এ পর্যন্ত শিয়া-সুন্নী দাঙ্গায় ২শ'রও বেশী লোক নিহত হয়েছে।

এছাড়া দক্ষিণাঞ্চলীয় সিন্ধু প্রদেশে একটি জঙ্গী সংখ্যালঘু পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলীয় সংঘর্ষে ১৫০ জনের বেশি নিহত হয়েছে।

(১৪/৮/৯৭ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ-এর সৌজন্যে)

ভারতীয় মুসলমান, আজ ও আগামী কাল

হোসেনুর রহমান

স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে হিসেব-নিকেশ আরম্ভ হয়েছে। আমরা শিক্ষায় অর্থনীতিতে রাজনৈতিক চিন্তায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছি, কতটা উন্নত সমাজ গড়তে পেরেছি, সে সমাজে দুঃখ দৈন্য দারিদ্য বঞ্চনা পরাধীন ভারতের দু'টি বড় অভিশাপ-অস্পৃশ্যতা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ-কতটা ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। এবং একটি পঞ্চাশ বছরের স্বাধীন দেশে নারীর মর্যাদা ও কর্মক্ষমতা কতটা উন্নত আকার ধারণ করেছে। এসব মূল্যবান প্রশ্নের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আর একটি জরুরি বিষয়। সেই বিষয়টি আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়। ভারতীয় মুসলমান তার প্রগতি ও উন্নয়ন কোন পথে পরিচালনা করেছে? কোন নতুন যুক্তি ভারতীয় মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ক'জন সমাজে ও রাষ্ট্রে উচ্চপদে বিরাজ করেছেন তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের আলোচনার বিষয়ঃ গত পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সমাজ কি নতুন কোন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছে? তারা কি ১৯৪৭ পূর্ব ভারতবর্ষের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ১৯৯৭ সালে অচল বলে বাতিল করেছে? ইতিমধ্যে তারা কি বিশ্বাস করতে শিখেছে যে, ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতি যত ক্রমবর্ধমান হবে ততই তাদের সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়বে। কোন অবস্থাতেই তারা নিজেদের ভাবনা চিন্তা নিয়ে দূরে বসে থাকতে পারবে না। ধরা যাক ডাক্তারি শাস্ত্রের কথা। নারী ও তার সন্তান ধারণ

থেকে বিভিন্ন সার্জারি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে কট্টর ধর্মগুরু বলতেই পারেন : না, এটা শাস্ত্রসম্মত নয়। তাহলেই কি ধর্মপ্রাণ নারী তেমন গুরুবাক্য শিরোধার্য করবেন? আর একটি দৃষ্টান্ত। এই পঞ্চাশ বছরে মধ্যবিত্ত সমাজে নারী যথেষ্ট উন্নয়নধর্মী, স্বাধীনতা প্রিয়, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী হয়েছেন। নারীবাদী আন্দোলনের কথা আমরা সবাই জানি। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি কি মুসলমান নারীকে আক্রমণ করবে না? কিংবা করেনি? যদি না করে থাকে তাহলে তারা কি অন্য কোন জগতে বাস করে?

হ্যাঁ, মুসলমান নারী ধর্ম ও সমাজের শাসন নত মস্তকে স্বীকার করে বহুলাংশেই ধর্মীয় অনুশাসনে চলতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সমাজের পরিবর্তন কোথাও উল্লেখযোগ্য আকার ধারণ করেনি। কোথাও মুসলমান এমন কথা বলতে পারেনি কেন লক্ষ্ণৌ শহরে প্রতিবছর শিয়া-সুন্নি দাঙ্গা এত মানুষের প্রাণ ধ্বংস করে? আবার নতুন করে প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণ আরম্ভ করেছেন কেন জামিয়াতুল উলেমায়ে-হিন্দের প্রধান মাওলানা আজাদ মাদানি। তিনি দাবি করেছেন। ভারতবর্ষে আহমদীয়া মুসলমানদের অমুসলমান বলে ঘোষণা করা হোক তার অকাট্য যুক্তি পাকিস্তান এদের অমুসলমান বলে ঘোষণা করেছে, আমাদেরও করা উচিত। আহমদীয়ারা কোথায় সিয়া-সুন্নিদের চেয়ে ধর্মতত্ত্বের বিশ্বাসে আলাদা সেটা অন্য একটা বিষয়। প্রশ্ন হচ্ছে আহমদিয়ারা কি নিজেদের মুসলমান বলে মনে করে। হ্যাঁ, করে। তাদের সঙ্গে কথা বলছি। তাদের মসজিদে গিয়েছি। তারা নিশ্চিতরূপেই ষোলআনা মুসলমান। এবং তারা আধুনিক জীবনযাত্রায় বিশ্বাস করে। মওলানা মাদানির এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই উপজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে হয়। ১৯৯৭ সালে কোন জনগোষ্ঠিকে উপজাতীয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ তারা এক পরিবর্তমান পৃথিবীতে দ্রুত পরিবর্তশীল হয়ে আসছে। কিন্তু বহু মানুষ কিংবা কোন কোন জনগোষ্ঠী উপজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে।

যেমন মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি সম্প্রদায়। তারা আজও উপজাতীয় আচরণে অভ্যস্ত। তেমনি মুসলমানও উপজাতীয় আচরণকে অতিক্রম করতে পারছে না কেন? পঞ্চাশ বছরে ভারতীয় মুসলমান সমাজে কোন মুক্ত, স্বাধীন, উদারমনা নেতৃত্ব দেখা যায়নি। যে নেতৃত্ব বলবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন মানুষ মুসলমনের চেয়ে বড় নয়। মুসলিম ব্যক্তিগত আইন যে শেষ কথা নয় তা তো পাকিস্তানের দিকে তাকাইলেই দেখা যায়। সেখানে এই আইনের সংস্কার করা হয়েছে।

গত পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সমাজে কোন নেতা মুসলমানকে এ কথা বোঝায়নি যে এখন সময় এসেছে আর উপজাতিকেন্দ্রিক চিন্তা করা যাবে না। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের বুঝতে হবে রক্তপাত ও সীমান্ত সম্প্রসারণ আজ আর কোন প্রতিশোধমূলক আচরণ কিংবা ক্ষতি

পূরণ পদ্ধতি হতে পারে না। তেমনই মুসলমানদের বুঝতে হবে যে, ইতিহাসের অনেক বঞ্চনা, অত্যাচার, হিংসা সহ্য করে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠি এই ইহুদী সম্প্রদায় মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে মিশে যাওয়ার জন্য এখানে আসেননি। এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের ভূমিতে ইসরায়েলকে ইহুদি মানসিকতার বিমূর্ত প্রতিক রূপে গড়ে তুলতে, সম্মান করতে। জানি, ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু এখন সে খেলায় মেতেছেন তাকেই বলা হচ্ছে জঙ্গি-ভাবাপন্ন old Testament ধর্মীয় উগ্র উপজাতি—প্রধান আচরণ। এই আচরণ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিমুখ আচরণ। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে মওলানা মাদানির আচরণও প্রাগৈতিহাসিক। মওলানা সাহেব কি আজও সেমিটিকে মানব গোষ্ঠীর যে সহজ যুক্তি ছিল একদা—an eye for an eye and a tooth for a tooth অনুমোদন করেন? তিনি ইসলাম বলতে আজ কি বুঝবেন? এবং ভারতবর্ষে বসে? একটি প্রশ্ন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তায় যখন বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দেয় তখন ভাবের মধ্যেও কোনটি প্রধান, কোনটি এই পরিবর্তন বেশী অর্থবহ হয়েছে, কোনটি হয়নি—এসব বিচার করতে হয়। অতএব সেকালের মোতায়েলাদের এবং সুফিদের জীবনদর্শনের পুনর্বিচার ও পুনর্মূল্যায়ন করার সময় এসেছে। তারা কোরআনের ভাবের ওপর বেশী জোর দিয়েছেন! বলাই বাহুল্য, একালে আক্ষরিকতা-বাদীদের চাইতে তাদের মর্যাদা স্বভাবতই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতএব, নতুন কালের ভাববাদীরা বিশ্বাস করেন "কোরান মূলত: যে প্রেরণার ব্যাপারে inspiration, instinct, intuition-ওহি'র মূল অর্থ তাই—আর সেই প্রেরণা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কল্যাণের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত, স্বতঃই এই বড় সত্যের ওপরে জোর বেশী পড়ে।" ১৩৭৩ সালে কাজী আবদুল ওদুদ এমন বিচার বিশ্লেষণ বাঙ্গালি পাঠক সমাজকে উপহার দিতে পেরেছিলেন। আমরা কি এসব এত দিনেও বুঝতে চেষ্টা করব না? বুঝতে চেষ্টা করব না যে দুটো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ মানবজাতিকে এক বিশ্ব ব্যবস্থার দিকে কতটা ঠেলে দিয়েছে। আজ মানুষ কত বেশী বিশ্বাস করছে আইনের শাসন কূট-নীতি আরবিট্রেশন তরবারির চেয়ে কত শক্তিশালী। আজকে প্রশ্ন কেবল হিন্দু মুসলমানের শিখ-খৃষ্টানের সম্পর্ক নয়, আজকের প্রশ্ন প্রতিটি দেশের মানুষকে বিশ্ব সভ্যতার সক্রিয় অংশ হতে হবে। বিশ্বের শিল্প সাহিত্য ইতিহাস সঙ্গীত কলা আমাদের সকলের জীবনকে উচ্ছ্বসিত করে, সমৃদ্ধ করে। এই মানসিকতার বিপরীত মানসিকতাকেই উপজাতীয় মান-সিকতা বলা হচ্ছে। ভারতীয় মুসলমান সমাজকে বুঝতে হবে তারা আর কোনমতেই কেবল ইসলাম ধর্ম নিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারবে না। ধর্ম তো তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে আছে। কে সেই ব্যক্তিগত সত্তাকে স্পর্শ করতে পারে? কিন্তু তার আর একটা জগৎ আছে। সেই জগৎ আজ বহু বৈচিত্রের দাবি নিয়ে তার কাছে এসেছে। এমন শোনা

যায় যে, আমেরিকা প্রতি বছর ইসরায়েলকে দিয়ে চলেছে তিন বিলিয়ন ডলার। একটি মাত্র বাসনা আমেরিকার। ইসরায়েল যেন আবার উপজাতীয়তাবোধে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আবার যেন উল্টোরথের যাত্রায় মেতে না উঠে। ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে যেন মুসলমান কেবল উৎকৃষ্ট মুসলমান হিসেবে জীবনধারণের প্রতিজ্ঞা না করে। মুসলমান নেতৃত্ব ভারতীয় মুসলমানকে পলিটিক্যাল মুসলমান হবার পরামর্শ নাইবা দিলেন। তারা বলিষ্ঠ, উন্নত, অগ্রগামী সামাজিক মুসলমান হোন, অর্থাৎ উজ্জল ভারতীয় নাগরিক হোন। ভারতীয় গণতন্ত্র পঞ্চাশ বছরে একটা জিনিস প্রমাণ করেছে। তা হল প্রতিটি নাগরিককে দেশের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠতে হবে। প্রতিটি মানুষের কোন একটি বিশেষ ক্ষমতা আছে তাকে সেই ক্ষমতাকে সার্থকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। তখনই সেই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন হবে। এবং এই ক্ষমতা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক হতে পারে। শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্র—এসব তো আছেই কিন্তু কেবল ধর্মের জায়গাটা প্রতিদিন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে আসছে। অতএব মক্তব, মাদ্রাসা আজ কি আধুনিক শিক্ষার কোন বিকল্প হতে পারে? কেবল মাত্র আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, অর্থনীতি ও ইতিহাস মুসলমান নারীকে মালয়েশিয়ায় কিংবা ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা প্রচার করতে সাহায্য করছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষমতা ও আধুনিক শিক্ষায় সকল নারী নতুন আত্মশক্তি অর্জন করতে পেরেছে এবং ঘোষণা করতে পেরেছে যে পুরনো ধর্মবিশ্বাস নতুন পরিবেশে রক্ষা করা সম্ভব। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষকে বাঁচতে হয়। রূপান্তর মানুষের জীবনে বহু কাঙ্খিত অধ্যায়। এই নারী দাবী করেছে ইসলামের নতুন মুখ বিশ্ববাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। কুয়ালালামপুরে জাকার্তায় মুসলমান নারী আজ স্বয়ংসিদ্ধা। তারা আবার রক্ষণশীলদের জীবনে এক নতুন স্পিরিট এনে দিতে পেরেছে। যারা এখনও দূরে আছে তারাও বুঝেছে দূরে থাকা যাবে না। অন্যদিকে আধুনিকা নারীরা হযরত মোহাম্মদের জন্মদিনের উৎসব জাকার্তায় Medonalds-এ বসে পালন করছে এমন উৎসবকে Cultural Rainbow বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এই বলে শেষ করা যায়; এসব অঞ্চলের মুসলমান ইসলামকে নতুন করে আবিষ্কার করছে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের পরিবর্তনমান পরিবেশের মধ্যে সুসংহত শান্তিপূর্ণ ইসলামিক পরিচয় এবার সিদ্ধি লাভ করছে বহুমাত্রিক সংস্কৃতির প্রাণময়তার মধ্যে। অনুরূপভাবে ভারতবর্ষের মাটিতে ইসলাম গত পঞ্চাশ বছরে নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। ধর্ম ও সমাজ, সাহিত্য ও ইতিহাসকে নিয়ে ভারতীয় মুসলমান নতুন প্রেক্ষাপটে এত সুযোগ পেয়েছে এবং তার বেশিরভাগই তারা বিফলে যেতে দিয়েছে ভাবলে ভয় পেতে হয়। এখন কেবল ভরসা এই যে, আগামী শতাব্দীতে ভারতীয় মুসলমান আর কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে পিছিয়ে আসবে না। সুযোগ দু'বার

আসে না এই কথা স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বছরে দাঁড়িয়ে মনে রাখা অত্যন্ত দরকার।

হোসেনুর রহমান, ইতিহাসবিদ, রিসার্চ প্রফেসার, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা।

(১৭/৮/৯৭ইং তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জলসা অনুষ্ঠান জামালপুরে সম্প্রচার

সংবাদদাতা: জামালপুর। গত ২৫, ২৬, ২৭ জুলাই ৯৭ইং বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আন্তর্জাতিক বাৎসরিক জলসা লণ্ডনের টিলফোর্ডে (ইসলামাবাদ) অনুষ্ঠিত হয়।

আহমদীয়া জামাতের নিজস্ব স্যাটেলাইট চ্যানেল এর মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মত জামালপুরেও উক্ত অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। জামালপুরের নয়াপাড়া আহমদীয়া মিশন হাউসে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে জেলার বিভিন্ন থানা থেকে জামাতের সদস্যরা তাদের দাওয়াতি মেহমানসহ অংশগ্রহণ করেন। তিনদিন ব্যাপী এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান সকলে আগ্রহের সাথে স্বাচ্ছন্দ্যে উপভোগ করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলিফা হযরত মির্জা তাহের আহমদ (আইঃ)। অনুষ্ঠানে ইসলাম ধর্মের অনুপম শান ও মর্যাদা বর্ণনাসহ আল কোরআন ও তার বাহক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) শ্রেষ্ঠত্ব আদর্শ ও গুরুত্বসহ তার বাস্তায়নের পর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভাপতির ভাষণে জামাতের বর্তনান বিশ্ব নেতা হযরত মির্জা তাহের আহমদ (আইঃ) বিশ্বের সকল ধর্মের লোককে ইসলামের সৌন্দর্যের দিকে আহ্বান করেন। এবং সকলকে ইসলামের বর্তমানে দুর্যোগময় সময়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির বিস্তারিত বর্ণনা দেন— যার মধ্যে অন্যতম হল চলতি বছরের ২২১টি জাতির লোকদের মধ্য থেকে ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৫ শত ৮৪ জন ইসলাম ধর্ম (আহমদীয়াত) গ্রহণ করেন। আফ্রিকাতে আহমদীদের মধ্যে ৮৭% লোক পূর্বে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী ছিলেন। সারা পৃথিবীতে জামাত সহস্রাধিক তবলীগের প্রচারের মিশন তৈরি করেছে। গিনিবাসাও ঘানা সিয়েরা লিওন সেনেগাল তাঞ্জানিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশে সংসদ সদস্য সহ বড় সংখ্যায় মন্ত্রীরা জামাতভুক্ত হচ্ছেন। ভারতে ২ লক্ষ ৮১ হাজার ৯ জন বয়াত করেছেন। এদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী। ফ্রেঞ্চ ভাষাভাষির বয়াত ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার ৩০ জন। উক্ত তিন দিনের জলসায় ৯৬টি দেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। যাদের সংখ্যা ১৪ সহস্রাধিক। ২৮ তারিখ বাংলাদেশের সময় রাত ১টা সভাপতি সারা বিশের আহমদীদের ইসলামের বিজয়ের জন্য বিশেষভাবে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করার আহবান জানান এবং তিনি মোনাজাতের মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। (৭/৮/৯৭ইং তারিখের দৈনিক জাহানের সৌজন্যে)

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(জুলাই, ১-৩১ ১৯৯৭)

সংকলন—আব্দুল্লাহ্ শামস্ বিন তারিক

অশেষ কল্যাণমণ্ডিত যুক্তরাজ্য জলসা সালানা এ এম-টি-এ-র অনুষ্ঠানাদির কেন্দ্রীয় আকর্ষণ ছিল যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা।

জলসার শুরুর পূর্বে হুযূর (আইঃ)-এর জলসাগাহ পরিদর্শন ও জলসার কর্মীদের উদ্দেশ্যে ডিউটিসমূহের উদ্বোধনী ভাষণের ধারণকৃত অংশ দেখানো হয়। হুযূর (আইঃ) জলসার মূল প্যাণ্ডেল থেকে শুরু করে ল্যাট্রিন পর্যন্ত নিজে ঘুরে দেখেন এবং প্রয়োজনীয় হেদায়াত দেন।

এরপর সরাসরি সম্প্রচার শুরু হয়। জলসাগাহ থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী অতিথিদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এক পর্যায়ে মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব বাংলায় বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব ও জার্মানীর বাংলা ডেস্কের প্রধান আব্দুর রব সাহেবের সাক্ষাৎকার নেন। জানা যায় যে, জার্মানীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাঙ্গালী বয়াত করেছেন। এরপর অধিবেশনসমূহ শুরু হয় যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে প্রদান করা হল :

জুমুআর খুৎবা

এ খুৎবায় হুযূর (আইঃ) বলেন যে, কিছু দিন পূর্ব পর্যন্ত ধারণা ছিল এ বছরের জলসাও অন্যান্য বছরের মতই হবে। কিন্তু ১৮৯৭ সালে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলীর দিকে যখন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল যে, এটা কোন সাধারণ বছর বা জলসা নয়। এরপর হুযূর (আইঃ) একের পর এক মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর ১৮৯৭ সালে অবতীর্ণ ইলহামসমূহ ও তার পূর্ণতার ঈমানোদ্দীপক বর্ণনা দেন। অধিকাংশ ইলহাম ছিল আল্লাহ্‌র সাহায্য, সফলতা শত্রুদের ধ্বংস ও অন্যান্য সুসংবাদে পরিপূর্ণ।

উদ্বোধনী অধিবেশন

উদ্বোধনী অধিবেশনের পূর্বেই 'লওয়ায়ে আহমদীয়া' (আহমদীয়তের পতাকা) হুযূর (আইঃ) উত্তোলন করেন। উল্লেখ্য যে, জলসায় প্রতিনিধিত্বকারী দেশগুলোর পতাকাও সেখানে উড়ছিল। এরপর অধিবেশনের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশের মৌলানা ফিরোজ আলম সাহেব। নযমের পর হুযূর (আইঃ) তাঁর ভাষণে জুমআর খুৎবার বিষয়-বস্তুকে আরো বিস্তার দান করে ১৮৯৭ সালের জলসা ও ঐ বছর লেখরামের ধ্বংস সংক্রান্ত নিদর্শনের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। তার সাথে এবছরের সাদৃশ্যও তিনি তুলে ধরেন।

১৮৯৭ সালের জলসা ছিল একমাত্র জলসা যা আটদিন স্থায়ী ছিল। আর একমাত্র সেবারই প্রতিদিন ভাষণ ও অন্যান্য কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা হয় যা এখনো বর্তমান। জলসায় উপস্থিতি অনেক বেশী ছিল। মসীহ মাওউদ (আঃ) ও ঐ বছর অসাধারণ খেদমত-সমূহের তৌফিক লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই **আনজামে আথম, সিরাজে মুনীর, তোহফায়ে কায়সারিয়া, হুজ্জাতুল্লাহ, সিরাজউদ্দীন ঈসায়ী কি চার সাওয়ালোঁ কা জওয়াব** ইত্যাদি রচনা ছাড়াও রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ এক বছরেই তিনি ১২ হাজার চিঠি লেখেন।

এ বছরও হুযূর (আইঃ)-এর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটি নতুন সংস্করণ হয়েছে, হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত বই, Revelation and Rationality, Knowledge and Truth, An Elementary Study of Islam, Christianty A Journey from Fact to Fiction ইত্যাদি। এ বছর হুযূর (আইঃ)-এর দপ্তর থেকে ২ লক্ষ চিঠি লেখা হয়েছে। তবে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ১২ হাজার বাস্তবে এর চেয়ে বেশী কেননা, তাঁর তো কোন সহকারী ছিল না।

মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ ঃ

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে যথারীতি হুযূর (আইঃ) লাজনাদের তাবুতে গিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। হুযূর (আইঃ) বলেন, প্রতি বছর দুর্বলতাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় কিন্তু এ বছর লাজনারা বিশ্বব্যাপী প্রশংসার দাবীদার। উম্মে আম্মারা (রাঃ)-র কথা বলতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছিলেন যে, উহুদের ময়দানে তিনি তাঁর (সাঃ) ডানেও ছিলেন, বামেও ছিলেন, সামনেও ছিলেন, পিছনেও ছিলেন। তেমনিভাবে অসংখ্য উম্মে আম্মারা আজ হুযূর (আইঃ)-এর চারিদিকে ইসলামের সপক্ষে লড়ে চলেছেন। জার্মানী, সুইডেন, নরওয়ে, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশের কৃতী মহিলাদের অবদানের কথা হুযূর (আইঃ) বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, কীভাবে তবলীগ, এম,টি,এ, প্রকাশনা, গবেষণা, দপ্তর প্রভৃতি ক্ষেত্রে তারা দিনরাত একাকার করে খেদমত করছেন।

মধ্যবর্তী দিবসের ভাষণ ঃ

দ্বিতীয় দিনের বিকালের অধিবেশনে যথারীতি বিশ্বব্যাপী কর্মকাণ্ডের রিপোর্ট দেয়া হয়। নিম্নে তার কতিপয় ঝলক প্রদান করা হল ঃ

- গত বছর ২য় দিন পর্যন্ত জলসায় উপস্থিত ছিল ৯,৫৬১, এ বছর ১৩,৪৫৬।
- পূর্বের মুবাহালায় অনেকে নানা অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। এবার বলা ছিল এ অভি-যোগসমূহ পুনরাবৃত্তি করে আহমদীদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করলেই তার উপর মুবাহালা

প্রজোয্য হবে। এর অনেক ফল প্রকাশ পেয়েছে, যা হুযূর (আইঃ)-এর ও আশার অতীত ছিল।

- রমযানে ইউরোপের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ৩১জন উলামা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং ইংল্যাণ্ড, জার্মানীসহ পুরো ইউরোপে 'কাদিয়ানী ফিৎনা উৎপাটনে দোয়া দিবস' পালন করেন। এর কিছু দিন পরেই তাদের নেতা এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন।
- পাকিস্তানে বোমা বিস্ফোরণে সিপাহা সাহাবার প্রধান মৌলানা জিয়াউর রহমান ফারুকী এক বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। এক আহমদী পূর্বেই মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বিদ্রূপের জন্য তার বিলীন হয়ে যাওয়ার রুইয়া (সত্য স্বপ্ন) দেখেছিলেন। তিনি তখন চিনতেন না। পত্রিকায় ছবি দেখে সনাক্ত করেন।
- আরেক চরম বিরোধীর মাথায় ফোঁড়া হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে এমন যে, সব আত্মীয়-স্বজন তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। পরে এক আহমদী তার সেবা করেন ও কোন এক আরব দেশ হতে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানের ব্যবস্থা করেন।
- সিন্ধু প্রদেশের মৌলবী হুনাহার আহমদীদের হত্যার চেষ্টায় রত থাকতেন। তার ছেলেরা তাকে বিষ খাইয়েছে, তারপর কয়েকবার গুলি করেছে। তারপর গলা টিপে হত্যা করেছে। পুলিশ আসলে পিতার জঘন্য ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জানিয়ে নিজেদের দায় স্বীকার করেছে।
- হজ্জের সময় আহমদীরা এক ব্যক্তিকে কাবার পবিত্র গিলাফ আঁকড়ে ধরে দোয়া করতে দেখেছে, 'হে আল্লাহ্, তাহের আহমদের চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি, আহমদীয়ত মিথ্যা হলে তাকে ধ্বংস কর, নতুবা আমাকে ধ্বংস কর। পরের দিন আগুনে তিনি নিহত হন।
- ফিলিপাইনে এক মৌলবী বলেছিলেন, হজ্জ থেকে এসে আহমদীদের শেষ করবো। তিনি এমন অসুখ নিয়ে ফিরলেন যে, ডাক্তাররা তার কথা বলাই নিষেধ করে দিলেন।
- পাকিস্তানে মুবাহালার পর ৫৫ জন মৌলবী নিহত হয়েছে।
- সার্বিকভাবে ২৬৪৬ জন বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে। ২৯২ টি গণ ধর্ষণের কেস হয়েছে।
- পাকিস্তানের আইন মন্ত্রী বলেছেন, গত চার মাসে পূর্ববর্তী চার বছরের চেয়ে বেশী লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছে।
- যারা আহমদীয়তের 'ক্যান্সার'-কে উৎপাটন করতে চেয়েছিল এরূপ এক জামতে ইসলামীর নেতা কাযী হোসেইন আহমদকে তার নিজের ছেলে জামাতে ইসলামীর জন্য 'ক্যান্সার' বলে অভিহিত করেছে।
- ঘানায় তবলীগের ক্ষেত্রে বলতে গেলে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছে।

০ ক্যানাডায় কেনিয়ার এক মহিলা হুযূর (আইঃ)-এর ছবি দেখেই বয়াত করতে চান। তাকে বার বার বলা হয় কিছু জেনে নিন, বুঝে নিন। তিনি কেবল বলেন যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না—এ বলে তিনি বয়াত করেন।

০ ফ্রেঞ্চভাষী (Francophone) জাতিসমূহের বিপুল সংখ্যায় আহমদী হওয়ার ভবিষ্যাণী সম্বলিত রুইয়ার সময় বিশ্বব্যাপী ফরাসীভাষী আহমদী ছিল ৫৩ ৪৪৬ জন। এরপর ১৯৯৪-এ এক লক্ষ সাতাশ হাজার, ১৯৯৫-এ তিন লক্ষ অষ্টাশি হাজার, ১৯৯৬-এ সাত লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ও এ বছর ষোল লক্ষ সত্তর হাজার একুশ জন ফরাসীভাষী বয়াত করেন।

০ আইভরীকোষ্টের এক ইমাম বয়াত করেছেন। তাঁর অধীনে ৯৬টি গ্রামের বয়াত করেছে। তিনি জলসায় উপস্থিত ছিলেন এবং নিজ ভাষা হিংলা-তে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলেন। একজন ফরাসী এবং তা থেকে আরেকজন উর্দুতে ইহা অনুবাদ করেন। হুযূর (আইঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন একশ' গ্রাম হতে কতদিন লাগবে। উত্তরে তিনি এ দোয়া আবেদন করেন যেন পুরো আইভরীকোষ্টে আহমদীয়ত বিস্তার লাভ করে।

০ আফ্রিকার এক গ্রামে মুবাল্লেগ গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রবল বৃষ্টির জন্য তবলীগ করতে পারেন নি। এমন সময় লোকেরা এসে বলেন যে, ঐ এলাকায় কয়েক মাস বৃষ্টি হয়নি। এক মৌলবী দোয়ার কথা বলে অনেক টাকা নিয়েছে। তাতেও ফল হয়নি। ঐদিন তাঁর আগমনে বৃষ্টি এসেছে। এভাবে ৭,৪৬০ জন বয়াত করেন।

০ ভারতে এ বছর অনেক অগ্রগতি হয়েছে। বয়াতের সংখ্যা ২,৮১,০০৯। অনেক বিরোধিতাও সেখানে দানা বেঁধেছে। কিন্তু তারা আল্লাহর ফযলে দৃঢ় আছেন। এমনও হয়েছে যে. আহমদীয়তের জন্য স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করেছেন। বয়াতের বড় অংশ পশ্চিম বঙ্গ ও আসামে হয়েছে।

০ বুরকিনা ফাঁসোর আমীর সাহেব এক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হন এবং বাঁচার তেমন আশা ছিল না। তিনিই সুস্থ হয়ে উঠেন এবং তাঁর আঘাত নিয়ে বিদ্রূপকারী মৌলবী এক অবর্ণনীয় মটর সাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন।

০ এ বছর ক্রোয়েশিয়াতে নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ নিয়ে মোট ১৫৩টি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত হল।

০ এ বছর ২২৩৬টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৫৭৬টিতে জামাতের সংগঠন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

০ জামাত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংখ্যার দিক থেকে ভারত প্রথম হয়েছে। এরপর বুরকিনা ফাঁসো, আইভরীকোষ্ট, গাম্বিয়া ও ঘানা। তবে আইভরীকোষ্ট ও ঘানা বয়াতের সংখ্যায় আরো এগিয়ে আছে।

- নতুন মসজিদ এ বছর ১০৬টি তৈরী হয়েছে। ৮০৯টি মসজিদ মুসল্লীসহ হাতে এসেছে।
- হিজরতের পর ১৩ বছরে পাকিস্তানে বড় জোর ৩০/৪০টি মসজিদ হাতছাড়া হয়েছে। আহমদীরা অন্য ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হলেও মসজিদ রক্ষার ক্ষেত্রে সাহসী বলেই সরকার মসজিদ দখলে অগ্রসর না হওয়ার নির্দেশনা দেয়। এ কুরবানীর ফলস্বরূপ ৫,০৪৫ টি মসজিদ ১৩ বছরে আমরা পেয়েছি, যার মধ্যে ৪২৩৬টি মুসল্লীসহ বয়াতের মাধ্যমে।
- মসজিদ বাড়ানোর ক্ষেত্রে প্রথম হয়েছে সিয়েরালিওন। এরপর আছে বুরকিনা ফাঁসো, আইভরীকোষ্ট, সেনেগাল ও গিনিবিসাউ।
- আগামী বছরকে হুযূর (আইঃ) মসজিদের বছর হিসাবে ঘোষণা করেন।
- বিশ্বে এখন আমাদের ৬০২টি তবলিগী কেন্দ্র (মিশন হাউজ) কার্যরত আছে। এগুলো আগের চেয়ে বেশ বড়।
- সর্বমোট আহমদী মুবাল্লেগ ৯৬২ জন। অপরপক্ষে খৃষ্টান মিশনারী দশ লক্ষ। তথাপি আমরাই সফল হচ্ছি। একেক জন মুবাল্লেগের সাথে কখনো হাজার সহযোগী থাকে। কিন্তু খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে তারা একাই প্রচার করেন।
- এ বছর সর্বমোট বয়াত বিশ্বব্যাপী ৩০,০৪,৫৮৪
- গিনিবিসাউ এর একজন সংসদ সদস্য, যিনি নিজেকে বিরোধী দলীয় নেতা হিসাবে পরিচয় দেন, গত বছর কেবল ন্যায়ের খাতিরে সংসদে আহমদীদের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। পরে তিনি আহমদী হন। বর্তমানে সেখানে ১৬ জন সংসদ সদস্য আহমদী।
- সেনেগালে এক ব্যক্তি বয়াত করেন যিনি ২৪টি গ্রামের অধিপতি।
- এক এলাকায় দোয়ার ফলস্বরূপ ৬০টি গ্রামের একজন অধিপতি বয়াত গ্রহণ করেন। তাঁর অধীনস্থ গ্রামগুলোর মধ্যে ২৫টি গ্রাম সম্পূর্ণ আহমদী হয়ে গেছে।
- আরেক চীফ বলেন যে, এম-টি-এ তাদের এত ভাল লাগে যে, রাতে ঘুমাতে পারেন না। তিনি জামাতের জন্য ৩০ একর জমি দান করেছেন।
- ক্যালগ্যারী (ক্যানাডা)-তে এক আহমদী ট্যাক্সি ড্রাইভার তার এক শিখ সহকর্মীকে তার কাজটুকু করে দিতে বলেন, যেন তিনি এম-টি-এ-তে হুযূর (আইঃ)-এর খুৎবা দেখতে পারেন। শিখ ড্রাইভার তাকে বলেন, তুমিও তাঁর খুৎবা দেখো, তাঁর খুৎবাতো আমিও দেখি।
- ডিস মাস্টার বাশারত সাহেবকে এম-টি-এর সম্প্রসারণে তাঁর অবদানের জন্য খুব সম্ভবতঃ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ হাতের লেখার একটা অংশ বরকত হিসেবে প্রদান করা হয়।
- কলকাতা বই মেলায় আগুন লেগে শতকরা ৯৫ ভাগ দোকান পুড়ে যায়, যার মধ্যে জামাতে ইসলামীসহ বিরোধীদের কয়েকটি ষ্টল ছিল। আমাদের ষ্টলটিকে আগুন স্পর্শও করেনি।

০ ৫২ ভাষায় কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ৭৬টি ভাষায় অনুবাদ তৈরির কাজ প্রায় শেষ। শতাব্দীর শেষ নাগাদ ১০০ ভাষার প্রকাশের সম্ভাবনা আছে।

দুইটি আন্তর্জাতিক প্রশ্নোত্তর সভা এবং জলসার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দিক—

জলসার প্রথম দিন বাংলাদেশ সময় রাত একটায় উর্দুতে প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত পুরুষ ও মহিলা ছাড়াও ফ্যাক্সযোগে যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, রাশিয়া, বেলারুস, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে প্রশ্ন আসে প্রশ্নকারীদের মধ্যে বাংলাদেশী আব্দুল বাতেন সাহেব ছাড়াও পাকিস্তান, মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, নরওয়ে, জার্মানী প্রভৃতি দেশের আহমদীরা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

জলসার শেষ দিনে ইংরেজীতে প্রশ্নোত্তর সভা হয়। এতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচিত হয়। এছাড়া অধিবেশনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন প্রতিবেদন ও সাক্ষাৎকার দেখানো হয়। এ থেকে জানা যায় যে, এবার জলসাগাহে ১২টি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা ছিল। দ্বিতীয় দিনে সাবেক সিনিয়ার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভার্জিনিয়া বটম্‌লী সহ বেশ কয়েকজন এম পি ও মেয়র জলসায় অংশগ্রহণ করেন। প্রথমবারের মত যুক্ত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এবার বাণী পাঠিয়েছেন। এছাড়াও ফিজি ও তুভালু-র প্রধানমন্ত্রীরাও বাণী পাঠিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক বয়াত

এবারের আন্তর্জাতিক বয়াতে ৩০,০৪,৫৮৪ জন ব্যক্তির বয়াত গ্রহণ করা হয়। হুযূর (আইঃ) মসীহ মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কোট পরে ছিলেন। তাঁর হাতে বিশ্বের বিভিন্ন মহাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাত ছিল। তাদের সাথে শৃংখল আকারে পুরো জলসার লোকেরা শামিল ছিলেন। বিশ্বব্যাপী এম টি-র দর্শকরাও শামিল ছিলেন। বয়াতের পর বিশ্বব্যাপী আহমদীরা যুগ খলীফার সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদা তাশাক্কুর (কৃতজ্ঞতা প্রকাশক সিজদা)-তে প্রণত হন।

সমাপনী অধিবেশন

এ অধিবেশন হুযূর (আইঃ)-এর ভাষণের পূর্বে একে একে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন। তাদের মধ্যে সিয়েরা লিওনের একজন রাষ্ট্রদূত, গাম্বিয়া ও আইভোরী কোষ্টের সংসদ সদস্য এবং ঘানার একজন প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের পরই রাজশাহীতে বিদ্যুৎ চলে যায়। সকলেই জামা'তের প্রচার ও সেবামূলক কাজের প্রশংসা করেন। ঘানার প্রতিমন্ত্রী বিশেষভাবে সেদেশের রাষ্ট্রপতি ও স্পীকার (যিনি আহমদী) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান। রাষ্ট্রপতি তাঁকে বলেছিলেন যেন তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ঘানার উন্নয়নে, এবং বিশেষভাবে বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রে উত্তরণে জামা'তের সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে না যান।

সমাপনী ভাষণে হুযূর (আইঃ) আমাদেরকে প্রকৃত বিজয়ের জন্য আত্মসংশোধনের দিকে আহ্বান করেন এবং বিশেষভাবে দীনতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র দরবারে অবনত হওয়া ও তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার তাগিদ দান করেন।

এমাসের অন্যান্য অনুষ্ঠান

জুম'আর খুৎবা

৪ঠা জুলাই হুযূর (আইঃ) ক্যানাডার টোরন্টো-র নিকটবর্তী বায়তুল ইসলাম মসজিদে খুৎবা দিতে গিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তেলাওয়াতে কুরআনের ক্ষেত্রে দুর্বলতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, নতুন শতাব্দীর পূর্বে যেন প্রত্যেক ঘরে প্রত্যেকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও তেলাওয়াতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

১১ই জুলাই হুযূর (আইঃ) বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ ভারত ও আফ্রিকাতে বিরোধীদের তৎপরতার বৃদ্ধি এবং তবলীগী সফলতার প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

১৮ই জুলাই হুযূর (আইঃ) আগতপ্রায় জলসার প্রেক্ষাপটে জলসার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে কিছু দিকনির্দেশনা দেন।

ক্যানাডার তবলীগী কেন্দ্রসমূহ সম্পর্কে তথ্য

ক্যানাডা সফরকালে এবারই হুযূর (আইঃ) প্রথমবারের মত রাজধানী অটোয়াতে যান। সেখানে সংসদ ভবন থেকে বিশ মিনিটের গাড়ী-চলা পথ (drive) দূরত্বে আল্লাহ্‌র ফযলে একশ' একর জমি তবলীগী কেন্দ্র (মিশন হাউজ)-এর জন্য কেনা হয়েছে। আমীর সাহেব বলেন যে, যখন তিনি এ জায়গা দেখতে এসে হুযূর (আইঃ)-কে ফোন করেছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন "আপনি কি করছেন। Just grab it (সোজা কিনে ফেলুন)।" দ্রুত সিদ্ধান্তের ফলে অনেক সস্তায় সুন্দর জায়গা পাওয়া গেছে। এছাড়াও ক্যালগেরীতে ১৫৩ একরের বিশাল জমিও আল্লাহর ফযলে কেনা সম্ভব হয়েছে।

বীমা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর

৬ই জুলাই এম, টি, এর প্রথম দিকের একটি মুলাকাত অনুষ্ঠান (২০-৩-৯৪) দেখানো হয়। এতে প্রশ্ন করা হয়েছিল বীমা করা সঠিক কিনা। হুযূর (আইঃ) উত্তরে বলেন যে, কিছু বীমা আইনগত বাধ্যবাধকতার দরুন করতে হয়। সেগুলো ব্যতীত যেকোন বীমার ক্ষেত্রে দেখতে হবে তার মধ্যে দু'টো বিষয় আছে কি না। একটি হল জুয়া, অপরটি সুদ। আজ অনেক বীমা কোম্পানী এ দু'টো থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে আসছে। তাই সাধারণভাবে উত্তর দেয়া কঠিন। এসব ক্ষেত্রে পদ্ধতি এটাই যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অবহিত করলে কেন্দ্রীয় মজলিসে ইফ্‌তা এ ব্যাপারে বিবেচনা করে ফয়সালা প্রদান করে।

কার না কার

(করো, কোর না)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-সূচী)

মূল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(সপ্তম কিস্তি)

- তুমি তোমার ছাদ ও দেয়ালকে মাকড়সার জাল থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো।
- তুমি তোমার কথা-বার্তায় বোকাদের মত ভঙ্গিমা অবলম্বন করবে না।
- তুমি কোন গুপ্ত সংগঠনের সদস্য হবে না।
- তুমি কেবল এক পাটি জুতো পায় পরিধান করে হাঁটা-চলা করবে না।
- তুমি নিজের ও ঘরের নোংরা ময়লা দ্রব্যাদি যেখানে সেখানে না ফেলে একটি পাত্রে রেখে দাও।
- তুমি বিষাক্ত জন্তু-জানোয়ার যেমন সাপ, বিচ্ছু প্রভৃতি দংশন করার পূর্বেই মেরে ফেলো। এতে পাপ হবে না বরং পুণ্য এবং মানুষের প্রতি দয়া করা হবে।
- তুমি পুরুষ হয়ে রূপোর আংটি ব্যতিরেকে কোন অলংকার পরিধান কোর না।
- তুমি খেলা-ধূলা ও আনন্দ-স্ফূর্তিকে কেবল প্রয়োজন মোতাবেক ব্যবহার করো।
- তুমি কারও ক্রয় করা জিনিষের দাম করো না এবং (নিলাম ব্যতিরেকে) কারও দামের ওপরে দাম বলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ববর্তী ক্রেতার সাথে মিটমাট হয়।
- যদি তুমি সম্পদশালী হও তাহলে তোমার দেহে যেন কৃতজ্ঞতার ছাপ প্রকাশিত হয়।
- হে মহিলা! তুমি কোন না-মোহরাম (যার সাথে বিয়ে সিদ্ধ) পুরুষের সাথে করমর্দন করবে না।
- হে মহিলা! তুমি পাশ্চাত্য মহিলাদের ন্যায় চুল বব ছাট দিবে না।
- তুমি বিসমিল্লাহ্, আল্‌হামদুলিল্লাহ্, জাযাকুমুল্লাহ্ ইনশাআল্লাহ্, মাশাআল্লাহ্, ইন্নালিল্লাহ্ আস্‌সালামু আলায়কুম প্রভৃতি ইসলামী বাক্যগুলো নিজের ঘরে প্রচলন করো।

- তুমি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করাকে খারাপ মনে কোর না। কেননা, সে-ও পৃথিবীর জন্যে তেমনই প্রয়োজনীয় যেমন একটি পুত্র সন্তান।
- ছেলে ও মেয়ের সাথে তোমার আচরণ সমতাপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।
- পায়খানায় থাকা অবস্থায় তুমি কারও সাথে কথা বলবে না।
- যখন তুমি কোন দাওয়াতে যাও তখন তোমার সম্মুখ এবং নিকটস্থ খাবার থেকে খাও।
- তুমি দাওয়াতে গেলে এমন কথা বলবে না বা এমন আচরণ করবে না যা অন্যদের নিকট খারাপ মনে হয় বা যদ্বারা তাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়।
- তুমি তোমার খাবার সময়ে বা পান করবার সময়ে প্লেট গ্লাস ইত্যাদিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো।
- যখন তুমি কারও বাড়ী গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় কড়াঘাত করো আর ঘরের লোকেরা জিজ্ঞেস করে যে, কে ? তখন ইহা বলো না যে, 'আমি', বরং নিজের নাম বলো।
- যখন তুমি কোন পর্দানশীনদের ঘরে যাও তখন দরজা ছেড়ে এক দিকে এসে দাঁড়াও ও সালাম বলো এবং অনুমতি নাও।
- হে মহিলা ! তোমার কাপড় এতটুকু যেন না উঠে যদ্বারা তোমার দেহের অংশ বিশেষ দৃষ্টিতে আসে।
- তুমি অন্য কোন ছেলের সাথে এক চাদরের নিচে শয়ন করবে না।
- তুমি কারও গলায় হাত দিয়ে রাস্তায় চলবে না।
- হে মহিলা ! তুমি তোমার ঘরের দায়িত্ব চাকর-বাকর বা শিশুদের ওপরে ছেড়ে দিও না।
- তুমি মজলিসে বসে কানা-ঘুঁষা করবে না।
- তুমি লোকদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে ইঙ্গিত করবে না।
- হে শিশু ! তুমি তোমার পুতুল প্রভৃতি খেলার সামগ্রী সংরক্ষণ করো এবং উহাকে নষ্ট কোর না।
- হে মহিলা ! তুমি তোমার প্রত্যেক সন্তানের পুস্তকাদি ও খেলনা রাখার জন্যে আলাদা আলমারী বা সিন্দুক দাও এবং মাঝে মাঝে উহাকে দেখে নাও যে, উহার মধ্যে ত্রুটি যুক্ত বা চোরাই জিনিষপত্র তো নেই। (চলবে)

(৪৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

দলের একজন উত্তম খেলোয়ার ছিলেন। ইহা ছাড়া জামাতের একজন উৎকৃষ্ট খাদেম ছিলেন। হালকা প্রেসিডেন্ট হিসাবে গত ৩০ বৎসর যাবৎ নিষ্ঠার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতি বৎসর বাজেট ছাড়া তিনি অতিরিক্ত চাঁদা পরিশোধ করেছেন। মৃত্যুকালে মরহুম আত্মীয়-স্বজনসহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জেনারেল সেক্রেটারী, বি, বাড়িয়া

- কটিয়াদি নিবাসী জনাব মোঃ ইয়াহহিয়া সাহেব গত ২৩/৮/৯৭ তারিখ রোজ শনিবার রাত্র ৯-৩০ মিঃ নিজস্ব বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে ...রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৪ বছর।

তাঁর রূহের মাগফেরাত ও পরিবারের সাবরে জামিলের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

ডাঃ আব্দুল আমীন

সংবাদ

তাহরীকে জাদীদ বিধি-বিধানে সংশোধনী

তাহরীকে জাদীদের ওকীলে আলা সাহেব তাঁর ১১/৮/৯৭ তারিখের সার্কুলার মারফত জানিয়েছেন যে, হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে এখন থেকে নির্বাচনের পরিবর্তে :

১। জাতীয় সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা ন্যাশনাল আমীর কর্তৃক মনোনীত এবং হুযূর (আইঃ) কর্তৃক যথারীতি অনুমোদিত হবেন এবং

২। স্থানীয় সেক্রেটারী রিশ্‌তানাতা স্থানীয় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত এবং যথারীতি ন্যাশনাল আমীর কর্তৃক অনুমোদিত হবেন।

ন্যাশনাল আমীর

আনসারুল্লাহ্‌র খবর

o গত ১৭/৮/৯৭ ইং রোজ রবিবার সারা দিনব্যাপী বি, বাড়ীয়া মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমার অনুষ্ঠান দীর্ঘ বহু বৎসর পরে মৌলবী পাড়ায় মসজিদুল মাহাদীতে অনুষ্ঠিত হয়।

o খুলনা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ৫ম বার্ষিক ইজতেমা ৮/৮/৯৭ তারিখে অত্যন্ত সুন্দর-ভাবে শেষ হয়েছে।

a গত ২৫/৭/৯৭ তারিখ রোজ শুক্রবার বৃহত্তর খুলনা জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ১ম বার্ষিক কর্মশালা '৯৭ আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত হয়।

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

খুলনা জামাতের নবাগত লাজনা বোন সুরাইয়া পারভিন ১৯৯৭ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় ৩টি বিষয়ে লেটার সহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সে পিতামাতার একমাত্র সন্তান এবং একাই আহমদী। সে জাগতিক এবং আধ্যাধিক উন্নতি লাভের জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী।

সাঈদুর রহমান

শোক সংবাদ

o মোসাম্মৎ হাজেরা বেগম স্বামী শেখ ফজলুর রহমান, আহমদীপাড়া গত ২৪/৭/৯৭ইং তারিখ চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নিবার পথে নরসিংদীতে বিকাল ৩-২৫ মিঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন) মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি শ্বাস-কষ্টে ভুগছিলেন। মরহুমা তার স্বামী ৪ ছেলে ২ পুত্রবধু ও নাতী-নাতনী সহ অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। মরহুমা জামাতের লাজনা সংগঠনের সেক্রেটারী মালের দায়িত্ব দীর্ঘদিন নিষ্ঠার সহিত পালন করেছেন। তিনি লাজনাদের তবলীগ টিমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে জামাতের সকল লাজনা সহ সকল সদস্য মর্মাহত। তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

o জনাব সৈয়দ তানভীর আহমদ পিতা মরহুম সৈয়দ আব্দুল কাইয়ুম, মোড়াইল হালকা গত ১৩/৮/৯৭ ইং তারিখ বিকাল ৪-২০ মিঃ ঢাকা আল্‌ রাজী ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে·····রাজেউন) মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ২৬ বৎসর। তিনি বাংলাদেশ ফুটবল

(অবশিষ্টাংশ ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আস্‌হাবে কাহাফের পাতা

আর রকীম

(আমরা ঋতুপত্র, আহ্বান এবং আহমদী পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় বাংলাদেশে আহমদীয়ত প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করেছি। ইতোমধ্যে জামাত, খোদ্দাম, শূরা, ইজতেমা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এগুলি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় সহায়ক হবে। আমরা ভবিষ্যতেও খণ্ড খণ্ডরূপে ইতিহাসের উপাদান ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ করে যাব। ইনশাল্লাহ)।

প্রশ্ন : বাংলাদেশে আহমদীয়ত কী ভাবে এবং কখন আসে ? বাংলার আওওয়ালীন আহমদীদের মধ্যে অর্থাৎ মসীহে মাওউদের (আঃ) যুগে কারা আহমদীয়ত গ্রহণ করে ছিলেন ?

উত্তর : ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উকিল মুনসী দৌলত খাঁ সাহেব লাহোরের হাকিম মোহাম্মদ হোসেন কোরায়শীর নিকট থেকে মুফাররাহে আম্বরী নামে এক কৌটা ঔষধ পার্শেল যোগে প্রাপ্ত হন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে। সঙ্গে আসে ব্যবহার বিধি ও কিছু উর্দু বিজ্ঞাপন। উকিল সাহেব এগুলি নিয়ে যান ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বড় মৌলানা সৈয়দ আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবের কাছে পাঠোদ্ধারের জন্য। মৌলানা সাহেব বিজ্ঞাপনগুলি পড়ে বললেন যে, এগুলি ঔষধ সম্বন্ধীয় নয়। কোন এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী দাবী করেছেন। এই প্রচারপত্রগুলিতে ঐ দাবীকারকের স্বপক্ষে দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। ঐ সময়টি ছিল ১৯০২ সালের শেষ এবং ১৯০৩ সালের প্রারম্ভ। বড় মৌলানা সাহেব বিজ্ঞাপনে প্রদত্ত ঠিকানায় পত্র লিখলেন। তাঁর এই পত্রালাপ ১৯০৮ সাল পর্যন্ত জারি ছিল। ঐ পত্রের মধ্যে কয়েকটি বরাহীনে আহমদীয়া ৫ম খণ্ডে মুদ্রিত হয়েছে। ঐ সময় চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার বটতলী গ্রামের ওয়ারাসাতুল্লাহ সাহেবের পুত্র কবির উদ্দীন প্রকাশ আহমদ কবীর নূর মোহাম্মদ সাহেব লোয়ার বার্মায় শূজান নামক স্থানে কাজ করতেন। তিনি বায়ু পরিবর্তন করতে ইউ, পি এবং দিল্লী সফরে যান। এখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, কাদিয়ানে এক ব্যক্তি ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী করেছেন। আগ্রহবশতঃ তিনি বিষয়টি জানতে কাদিয়ান গমন করেন এবং পরীক্ষা নীরিক্ষার পর ১৯০৪ অথবা ১৯০৫ সালে মসীহ মাওউদের (আঃ) হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি দেশে ফিরে ব্যাপকভাবে তবলীগ শুরু করেন। ওফাতে ঈসা নিয়ে তর্ক করে মৌলবী মৌলানারা পরাজয় বরণ করে আহমদ কবীর সাহেবকে ঈসা মারা মৌলবী খেতাবে ভূষিত করে। তিনি ভীষণভাবে মোখালিফাতের সম্মুখীন হন। তিনি ওফাতে মসীহ মারুফ বা জুলফিকারে আলী নামে একখানা

পুস্তক রচনা করেন। তিনি যেসব তবলিগী রিপোর্ট পাঠাতেন তা ১৯০৭ সালের বদর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। মৌলবীরা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমা করে। মামলা মোকদ্দমায় আর্থিক সাহায্যের জন্য তিনি ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বড় মৌলানা সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন। যদিও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় তখন কোন আহমদী ছিল না। বড় মৌলানা সাহেবও তখন পর্যন্ত আহমদীয়ত গ্রহণ করেন নাই, তবে আহমদীয়তের ভক্ত ছিলেন তিনি। বড় মৌলানা সাহেবের সংবাদ তিনি কাদিয়ান থেকে লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর সমাধি বটতলী গ্রামে আজো বিদ্যমান আছে।

বর্তমান কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) জেলার কটিয়াদী থানার অন্তর্গত নাগের গাঁও নিবাসী রইসউদ্দীন খান সাহেব বার্মার (মায়ানমার) মণ্ডই নামক স্থানে পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। সেখানে সৈন্য বিভাগের একজন পাঞ্জাবী আহমদীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ঐ পাঞ্জাবী আহমদীর তবলীগেই খান সাহেব আহমদীয়ত কবুল করেন। তাঁর অধীনে একজন পিওনও আহমদী ছিলেন। খান সাহেব ১৯০৬ সালে কাদিয়ানে গিয়ে মসীহ মাওউদের (আঃ) হাতে বয়াত করেন। তাঁর বয়াতের আট মাস পর তাঁর স্ত্রী সৈয়্যদা আজিজুন্নেসা বয়াত গ্রহণ করেন। খান সাহেব, তাঁর পিওন এবং সৈনিক আহমদী এই তিন জন মিলে ইরাবতী নদীর তীরে নীরব স্থানে গিয়ে জুমুয়ার নামায আদায় করতেন। মণ্ডই থেকে কাতা নামক স্থানে যখন তিনি বদলী হন তখন সেখানে তাঁর তবলীগে জনৈক আহলে হাদীস মৌলবী আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। এই মৌলবী সানাউল্লাহ অমৃতসরীর ভক্ত ছিল। হযরত খান সাহেবের উর্দু পুস্তক এবং পত্রিকা পড়ার অভ্যাস ছিল। আহমদীয়তের প্রথম সংবাদ তিনি বিরোধীদের পত্রিকা মারফতই জানতে পেরেছিলেন। যে পাঞ্জাবী বন্ধুর তবলীগে তিনি আহমদী হন সেই আহমদী সর্বপ্রথম খান সাহেবকে 'আসলে মোসাফফা' কিতাবটি পড়তে দেন। এই বই পড়েই তিনি দাজ্জাল ও মসীহে মাওউদের (আঃ) সত্যতার প্রমাণ পান। খান সাহেব কাদিয়ানে পনর দিন ছিলেন। তখন ঘোড়ায় চড়ে কর্দমাক্ত রাস্তা পার হয়ে তাঁকে কাদিয়ান যেতে হয়েছিল। কর্দম মিশ্রিত পানির ছিটায় তাঁর কাপড় ভিজে গিয়েছিল দেখে মসীহ মাওউদ (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথাও আঘাত লাগেনি তো?' উত্তর কালে এই কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখে পানি এসে যেত। তিনি তাঁর স্ত্রীকে নিয়মিত বদর পত্রিকা পড়ে শুনাতেন। ১৯১৯ সালে তিনি বার্মা থেকে পেনশন-নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি বাড়ীতে প্রায়ই তবলিগী সভার আয়োজন করতেন। মৌলবীরা বাহাস করতে আসত এবং পরাজিত হয়ে হৈচৈ করে চলে যেত। ওরা থানায় অভিযোগ করেছিল যে, খান সাহেব সরকারের বিরুদ্ধে লোকদেরকে উত্তেজিত করেন। থানার দারোগা তদন্ত করে অভিযোগ মিথ্যা বলে রিপোর্ট দেন। ১৯২১ সালে অর্থাৎ ১৩২৮ বাংলার ৪ঠা আশ্বিন রাত সাড়ে বারটায় এই মহান পুরুষ ইহধাম ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ কি ৫৮ বৎসর। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। নাগের গাঁয়ে তাঁর সমাধি বিদ্যমান আছে। তাঁর তবলীগে কটিয়াদী থানায় বেশকিছু লোক আহমদী হন।

মুর্শিদাবাদ জেলার শাহপুর মৌজার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ আব্দল খালেক সাহেব ১৯০৮ সালে বয়াত গ্রহণ করেন। তিনি সাহাবী ছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অনেকের মতে তিনি খলীফা আওওয়ালের (রাঃ) হাতে বয়াত গ্রহণ করেন আবার অনেকের মতে তিনি সাহাবী ছিলেন।

পদ খালি

অস্থায়ী ভিত্তিতে নিম্নোক্ত শর্তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর অধীনে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে কয়েকটি পদ পূরণের জন্যে বাংলাদেশী আহমদীদের নিকট থেকে সাদা কাগজে স্বহস্তে লিখিত দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, বয়াতের তারিখ, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ সহ দরখাস্ত নিয়ে আগামী ১২/৯/৯৭ তারিখ মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে সাক্ষাৎকারের জন্যে উপস্থিত হতে হবে :

প্রয়োজনীয় শর্তাবলী

১। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে অষ্টম শ্রেণী পাশ।

২। বয়স ২৮ হতে ৪৫ বছরের মধ্যে (যারা কর্মক্ষম কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত তাদের ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা করা যেতে পারে)।

৩। দরখাস্তের সাথে স্থানীয় জামাতের আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব কর্তৃক সত্যায়ন-পূর্বক বর্তমানে তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের ছবি এবং চারিত্রিক সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে।

৪। স্থানীয় জামাতের/মজলিসের সেক্রেটারী মাল সাহেবের নিকট হতে বিগত ৩ (তিন) বৎসরের প্রদত্ত চাঁদার বাজেটসহ আদায়ের তফসীল দাখিল করতে হবে।

৫। স্বেচ্ছায় যারা জামাতের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছেন বা জামাত কর্তৃক চাকুরীচ্যুত হয়েছেন তাদের দরখাস্ত করার প্রয়োজন নেই।

৬। কনসলিডেটেড মাসিক বেতন হবে ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা। অন্য কোন ভাতা বা এলাউন্স দেয়া হবে না। প্রতিদিন ডিউটি হবে ৮ঘণ্টা।

৭। ভ্রমণকালীন কোন টি,এ ও ডি,এ দেয়া হবে না।

ন্যাশনাল আমীর

(৫১ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

করেন রাত পর্যন্ত এবং ঐ সব আহমদী বন্ধু যারা হুযূরের খুতবা শুনে রাতে ঘরে ফিরেন। ন্যাশনাল আমীর সাহেব সময়োপযোগী ঘোষণা দান করেছেন। আমাদের বিশ্বাস হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর এ লঙ্গরখানা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চলবে এবং শনৈঃ শনৈঃ ব্যাপকতা ও প্রসারতা লাভ করবে। এ প্রসঙ্গে জামাতের আপামর সদস্যেরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। সেদিকে যেন আমরা দৃষ্টি দিতে ভুল না করি। প্রথমতঃ এ লঙ্গরখানাকে যেন আমরা বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার না করি। দ্বিতীয়তঃ ইহাকে জারী রাখার জন্যে মুক্ত হস্তে অবদান রাখি। বিশেষ করে মেযবান জামাত ঢাকার বিত্তবান বন্ধুদের দৃষ্টি আমরা এদিকে আকর্ষণ করছি। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর মেহমানগণের মেহমানদারী করায় অশেষ সওয়াব আমরা যেন ইহাকে খাটো করে না দেখি। পরিশেষে দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বরকতপূর্ণ লঙ্গরখানাকে সদা জারী রাখার ও ব্যাপকতা দানের সৌভাগ্য দান করেন।

হোমিওপ্যাথি—সদৃশ-বিধান চিকিৎসা

হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

ভূমিকা

১৯৬০ সনের পূর্বের কথা। আমি প্রায়শঃ প্রচণ্ড মাথা ব্যথায় ভুগতাম। একে মাইগরেন বলে। তীব্র ব্যথার পাশাপাশি আমি মাথাঘোরা এবং স্নায়বিক দুর্বলতাও অনুভব করতাম। আমি অনবরত কয়েকদিন এই রোগে আক্রান্ত থাকতাম আর চিকিৎসাস্বরূপ এসপিরিন (Aspirin) খেতাম। ফলে পেটের অভ্যন্তরের ঝিল্লি আর লিভারে এর মন্দ প্রভাব পড়তো, একই সাথে হৃদস্পন্দনও বেড়ে যেতো। আমার পিতা হযরত মুসলেহ মাওউদ 'স্যাণ্ডল' নামক একটি ঔষধ কলকাতা থেকে আনাতেন। সেটি তিনি আমাকে দিতেন এতে আমার কষ্ট দ্রুত দুরীভূত হতো।

একবার মাথা ব্যথার প্রচণ্ড কষ্ট আরম্ভ হলো কিন্তু বাড়ীতে 'স্যাণ্ডল' ছিল না। হযরত আব্বাজান আমার জন্য একটি হোমিওপ্যাথি ঔষধ পাঠালেন। সে সময় হোমিওপ্যাথির উপর আমার কোনরূপ আস্থা ছিল না, তবুও 'তাবারুক' মনে করেই খেয়ে নিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, আমি চোখ বুজে বিনা কারণে শুয়ে আছি অথচ আমার মাথাব্যথা বলতে আর মোটেও কিছু নেই! ইতিপূর্বে কোনো ঔষধ আমার উপর এর মত এত দ্রুত আর এত গভীর প্রভাব বিস্তার করে নি।

পরবর্তীতে আমার বিয়ে হয়। আমার স্ত্রী আসেফা বেগম (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন) নিজের একটি পুরাতন সমস্যার কথা আমাকে বলেন। যেহেতু হযরত আব্বাজানের কাছে হোমিওপ্যাথি বই-পুস্তক ছিল তাই আমি সেগুলো থেকে সঠিক ঔষধ বের করার মনস্থ করলাম। আল্লাহ্ তা'লার কি ইচ্ছা দেখুন! প্রথম বইটি হাতে নিয়ে যেখানটা আমি খুললাম সেখানেই একটি ঔষধের সব লক্ষণসমূহ আসেফা বেগমের বর্ণিত লক্ষণসমূহের সাথে হুবহু মিলে গেল। ঔষধটি ছিল উচ্চ শক্তির নেট্রাম মিউর। সেই ঔষধ তাঁকে একবার সেবন করাতেই তাঁর কষ্ট এমনভাবে দুরীভুত হয় যে, দ্বিতীয় বার সে কষ্টই আর হয় নি। এথেকে আমি নিশ্চিত হলাম, আমরা বুঝি বা না-ই বুঝি হোমিওপ্যাথির মাঝে অবশ্যই আরোগ্য নিহিত রয়েছে। এর মাঝে কিছু প্রভাব অবশ্যই আছে। এরপর থেকে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ)-এর লাইব্রেরী থেকে হোমিও বিষয়ক বই-পুস্তক নিয়ে অধ্যয়ন আরম্ভ করলাম। কখনও কখনও সমস্ত রাত জেগে বইগুলো পড়েছি। এক দীর্ঘ

সময় অধ্যয়নের পর ঔষধসমূহ ও এদের লক্ষণ সম্বন্ধে আমি পরিচয় লাভ করি। এগুলোর ব্যবহার বিধি এবং বিশেষ প্রভাব ভালভাবে বুঝে নেই। এরপর আমি রুগীদের চিকিৎসা আরম্ভ করি।

হোমিও চিকিৎসা ব্যবস্থার সূচনা ঃ

হ্যানিম্যান নামক এক জার্মান চিকিৎসক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনি একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যখন তিনি ফ্রান্স গমন করেন তখন তিনি হোমিওপ্যাথির প্রতি মনোনিবেশ করেন। এটা সে যুগের কথা, যে যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্ তা'লার আদেশক্রমে ইমাম মাহদী হবার ঘোষণা প্রদান করেন। মনে হয় যেন আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রচনার পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা একই যুগে শারীরিক আরোগ্য লাভেরও একটি ব্যবস্থা প্রদান করেন; যদিও এই শারীরিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সম্পর্ক মূলতঃ আত্মার সাথে বিদ্যমান। হযরত মসীহ মাওউদ বলেন, "আধ্যাত্মিক পন্থায় আমার হৃদয়ে একথা বলা হয়েছে যে, যদি কোন দেশে গ্রন্থিসমুহের (গ্লাণ্ড) ব্যাধি যেমন প্লেগ ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে সেখানে চর্মরোগ ছড়িয়ে দিলে গ্রন্থির রোগ শরীরের বাইরে বেরিয়ে চর্মে প্রকাশিত হয় এবং অভ্যন্তরীণ অঙ্গসমূহ মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এ উদ্দেশ্যে গন্ধক (Sulpher) আর পারদ (Mercury) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।"

আমি আশ্চর্য হয়েছি যে, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক ডাঃ হ্যানিম্যান অবিকল এই সূত্রটিই নিজের পুস্তকে লিখে গেছেন। কিছু কিছু ওষুধের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্যাধি শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ পরিত্যাগ করে চর্মের উপর প্রকাশিত হয়। ব্যাধি শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসাই মঙ্গলজনক। যেহেতু ডাঃ হ্যানিম্যান এলোপ্যাথি পদ্ধতিতে চিকিৎসার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রাখতেন, তিনি অনুভব করেছিলেন যে, কখনও একটি ব্যাধির চিকিৎসার ফলশ্রুতিতে আরেকটি ব্যাধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। তিনি জানতেন, এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যাধিকে ঢাকার বা চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কারো মাথায় ব্যথা হলে Aspirin (এসপিরিন) দেয়া হয় এবং এতে বাহ্যতঃ তা সেরে যায়। কিন্তু এসপিরিন প্রয়োগে মাথা ব্যথার প্রকৃত কারণ দূরীভূত হওয়া আবশ্যক নয়। মাথা ব্যথা শত শত ধরনের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা হেতু কিম্বা দূষিত রস ইত্যাদির কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এর প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ধরনের ব্যথা সৃষ্টি করে থাকে।

এলোপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতির আরেকটি ক্ষতিকর দিক তিনি উপস্থাপন করেন।

এই পদ্ধতি প্রয়োগে একবার কোনো ব্যাধিকে দমন করার উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভ হয় কিছুকাল অতিবাহিত হবার পর শরীর ততখানি ঔষধে সেভাবে কার্যকর প্রতিক্রিয়া দেখায় না বরং আরও বেশী ঔষধ প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। গবেষণা দ্বারা তিনি একথা সাব্যস্ত করেন যে, মানবদেহে সর্বপ্রকার বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার এক ধরনের শক্তি থাকে। স্বভাবতঃ ঔষধের বিরুদ্ধেও এই প্রতিরোধ কার্যকর যা কিছুকাল প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে ঔষধের প্রভাবকে ম্লান করে দেয়। তাই পূর্বের চেয়ে অধিক পরিমাণ ঔষধ দিতে হয়। শরীরের এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকেই তিনি হোমিওপ্যাথি পদ্ধতিতে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন।

শরীরের অভ্যন্তরে যে রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিদ্যমান তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার হ্যানিম্যান যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং যেসব ফলাফল লাভ করেছেন সেগুলো প্রচলিত বিজ্ঞানের আলোকে সঠিক সাব্যস্ত হয়েছে। মানব শরীর যে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে স্বভাবজ একটি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে একথার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তাই বাইরের থেকে প্রবেশকৃত প্রত্যেক বস্তু, সেটি সেব্য ঔষধই হোক বা এক ধরনের বিষই হোক, মানব শরীর প্রথমে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে থাকে। বাইরের জিনিষের প্রভাব যত মৃদু হয় মানব শরীর তত সহজেই তার বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ রচনা করে। বহিরাক্রমণের ধরন সম্বন্ধে অবহিত হয়ে মানব শরীর এক ধরনের পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়। ডাক্তার হানিম্যান এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে এই সূত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করেন। সেটি ছিল, মানবশরীরে যদি এমন কোন ব্যাধি বিদ্যমান থাকে যাকে শরীর উপেক্ষা করে চলেছে বা তার বিরুদ্ধে মোকাবিলা করছে না সেক্ষেত্রে অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় বিদ্যমান রোগের লক্ষণসমূহের সদৃশ লক্ষাণাদি সৃষ্টকারী কোন বিষ বা ঔষধ শরীরে প্রয়োগ করলে মানব শরীর সেই সূক্ষ্ম বহিরাক্রমণ সফলতার সাথে প্রতিরোধ করার পাশাপাশি শরীরের অভ্যন্তরীণ বিপদ সম্বন্ধে চৈতন্য লাভ করে এবং শরীরের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। **যে চিকিৎসা প্রণালীতে কোন রোগের লক্ষণাদির সাথে সাদৃশপূর্ণ লক্ষণাদি সৃষ্টিকারী বিষ উক্ত রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় তাকেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি বলে।** ব্যাধি সৃষ্টিকারী বিষ এত সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহৃত হয় যে, এক পর্যায়ে প্রকৃত বিষের কোন প্রভাব অবশিষ্ট থাকে না বরং সেই বিষের একটা কণা বা অণু-পরমাণু পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। এতদ্‌সত্ত্বেও এর এক বা একাধিক সেবনে মানবদেহ "অমুক স্থানে অমুক ব্যাধি আক্রমণ করে বসেছে"—এই প্রয়োজনীয় বার্তা লাভ করে। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা যা রোগের আকস্মিক আক্রমণে সচল হতে পারে নি এর

মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট বার্তা লাভ করে। অতি সূক্ষ্ম মাত্রায় প্রদত্ত ঔষধের বার্তা আত্মা অনুধাবন করে তখন শরীরও আত্মার আনুগত্যে প্রতিক্রিয়া দেখায়, ফলে, তার রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা জাগ্রত হয়। যদি আত্মার মাঝে এই সূক্ষ্ম বার্তা শরীরকে পৌঁছানোর ক্ষমতা না থেকে থাকে তাহলে হোমিওপ্যাথির সমস্ত দর্শনই বৃথা। এটি এত সূক্ষ্ম একটি ব্যবস্থা যে, আত্মার সম্পর্ক স্বীকার না করে এর আর কোন ব্যাখ্যা সম্ভবই নয়। প্রকৃত ঔষধের অস্তিত্ব দূরে থাক, এর কোনো ছায়াও অবশিষ্ট থাকে না। তা সত্ত্বেও হোমিও ঔষধ কার্যকর প্রভাব প্রদর্শন করে। মানব শরীর ঔষধের এত সূক্ষ্ম আর হালকা একটি প্রভাবকেও গ্রহণ করে আর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ এলার্জি সম্বন্ধে যেসব গবেষণা হয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক! বৈজ্ঞানিকেরা নিজেরাই হতবাক কীভাবে মানবশরীর এত সূক্ষ্মভাবে নিজের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে! আমেরিকায় এমন এক মহিলাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে ডিমের কারণে যার এলার্জি হয়ে যেতো। তাকে এমন একটি বিল্ডিং এ রাখা হলো যেখানে কোনোভাবেই ডিম আনার অনুমতি ছিল না। এভাবে কিছুদিন তিনি ভালই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন তার ভীষণ এলার্জি হয়ে গেল। খোঁজ করে জানা গেল বিল্ডিং-এর চিলেকোঠায় একটি কবুতর ডিম পেড়েছে। এর দ্বারা এই আশ্চর্যজনক কথা আবিষ্কৃত হলো যে, মানবশরীর কত দূরের সূক্ষ্ম প্রভাবও গ্রহণ করতে সক্ষম যা বাতাসে মিশে বাহ্যতঃ অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে; অথচ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অতীব স্পর্শকাতর বৈদ্যুতিক যন্ত্রও বিষয়টিকে আঁচ করতে পারে নি।

এলার্জির বিষয়ে যে গবেষণা হয়েছে তাথেকে আরেকটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাব পূর্বাহ্নেই রুগীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এমন রুগীও দেখা যায় যারা মেঘের গর্জনের কারণে আর আবহাওয়া অস্থিতিশীল হলে এলার্জিতে আক্রান্ত হন। গবেষণা করার ফলে আশ্চর্যজনক যে বিষয়টি প্রতীয়মান হয়েছে তা হলো, আবহাওয়ায় বাহ্যিক কোনরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হবার পূর্বেই এমনকি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সূক্ষ্মভাবে সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করার পূর্বেই এ ধরনের রুগীদের শরীরে আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কিত এলার্জির লক্ষণাদি পরিলক্ষিত হয়।

আল্লাহ্‌তা'লা পাখীদের মাঝেও এই বিশেষ বোধশক্তি রেখেছেন, তাই এরা আবহাওয়ার পরিবর্তনের পূর্বাহ্নেই আভাস পায় এবং তারা সরব হয়ে উঠে।

অনুবাদ: আবদুল আউয়াল খান চৌধুরী, সদর মুরব্বী

হুযূর (আইঃ)-এর হোমিও বিষয়ক ক্লাসগুলো পাক্ষিক আহমদী পত্রিকায় এখন থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে, ইনশাল্লাহ্। আগ্রহী ব্যক্তিদের ও উৎসাহী হোমিও চিকিৎসকগণকে নিয়মিতভাবে আহমদীর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। — কর্তৃপক্ষ

(চলবে)

সম্পাদকীয়

একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যখন কোন নবী রসূল বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ আগমন করেন তখন অনিবার্যতঃ তাদের পুণ্য-স্পর্শ লাভ হেতু পুণ্যবান্দাগণ মধুকরের ন্যায় তাঁদের পার্শ্বে ভীর জমিয়ে থাকেন। নানা প্রকার পরীক্ষা ও মোখালাফাতে নিপতিত হয়েও তাঁদের অনুসারীদের তাঁদের সন্নিধানে এসে উপস্থিত হতে হয়। তাই মহাপুরুষদের অন্যান্য কাজের মধ্যে অতিথিসেবা একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের প্রিয় নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে দেখতে পাই অতিথি-সেবকের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত হিসেবে। 'আসহাবে সুফ্ফা নামক একটি সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে প্রতিপালন করার কি মহিমাপূর্ণ কর্মকাণ্ডেরই না যোগান দিতে হয়েছিলো বিশ্ব নবীকে (সাঃ)! প্রত্যেক ইতিহাস পাঠক তা সবিশেষ অবহিত।

এ যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামের বেলায় আমরা এর ব্যতিক্রম দেখি না। তিনি এ অতিথি সেবার জন্যে নিজের স্ত্রীর অলংকার পর্যন্ত বিক্রী করে দিয়েছিলেন। অতিথিসেবার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার লক্ষ্যে তিনি (আঃ) তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'ফতেহ ইসলামে' তাঁর মিশনের সার্বিক সফলতার জন্যে যে পাঁচটি বিভাগকে চিহ্নিত করেছেন অতিথিসেবার বিষয়টি তাতে তৃতীয় নম্বরে স্থান পেয়েছে। ১৮৮২ সনে 'প্রত্যাদিষ্ট' হওয়ার পরে কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষার আলোকে তিনি কাদিয়ানে মেহমানখানার প্রবর্তন করেন। এ মেহমানখানা নিরবচ্ছিন্নভাবে একশ' বছরেরও অধিক সময় ধরে জারী আছে। দেশ বিভাগের পর আহমদীয়তের বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়ায় খেলাফতের হিজরতের পরে সেখানেও 'দারুয্ যিয়াফত' প্রবর্তিত হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর লণ্ডনে হিজরতের পর থেকে সেখানেও মসজিদে ফযলে এ মেহমানখানার প্রবর্তন হয়েছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে তা চলছে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার দারুত তবলীগ জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। দীর্ঘ দিন থেকে এখানেও একটি মেহমানখানার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়ে আসছিলো। কিন্তু বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আমাদের বর্তমান ন্যাশনাল আমীর মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব লণ্ডন জলসায় যোগদান করে দেশে ফিরে ২১শে আগষ্ট জামা'তের সামনে যখন তাঁর সফর বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেন তখন প্রত্যেক শুক্রবার দারুত তবলীগে পরীক্ষামূলকভাবে এক বেলার জন্যে তিনি লঙ্গরখানা চালুর ঘোষণা করেন। আলহামদুলিল্লাহ্। এ ঐতিহাসিক ঘোষণার জন্যে আমরা তাঁকে মোবারকবাদ জানাই। শুক্রবারের দুপুরের এ লঙ্গরখানা দ্বারা কেবলমাত্র ঐসব বন্ধুরা উপকৃত হবেন যারা মুসাফির বিভিন্ন জামা'ত থেকে এখানে আসেন, জামা'তের কর্মকর্তাগণ যারা জামা'তের কাজ

(অবশিষ্টাংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

4th Issue 31st August, 1997

Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM TV AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান

Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272